ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 70 Years ■ Issue-333 ■ 10 September, 2024 ■ আগরতলা ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ২৪ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

তিলোত্তমার ময়নাতদন্ত নিয়ে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের, ডাক্তারদের কাজে যোগ দিতে বলল

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। আর জি কর হাসপাতালে মৃত চিকিৎসকের (তিলোত্তমা) সঠিক ভাবে ময়নাতদন্ত হয়েছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠলো সোমবার সুপ্রিম কোর্টের শুনানীতে।

আইনজীবী ফিরোজ এডুলজির এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে সিবিআইয়ের তরফেও জানানো হয়, ময়নাতদন্ত কখন করা হয়েছে সেই সময়ের উল্লেখ নেই। যদিও রাজ্যের আইনজীবীর যুক্তি, সব কিছু উল্লেখ রয়েছে। প্রশ্ন ওঠে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট নিয়েও। এদিন সলিসিটার জেনারেল জানান, রাজ্য নমুনা সংগ্রহ করে কলকাতা সিএসএফএল-কে পাঠিয়েছিল। সিবিআই বলে, তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এইমস এবং অন্য ফরেন্সিককে পাঠানোর। কে নমুনা সংগ্রহ করেছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। নিহত তরুণীর পোশাক কি ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক তদন্তকারী আধিকারিককে পাঠিয়েছিলেন? আদালতে প্রশ্ন তোলেন আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি। তাঁর সওয়াল,"দেহ থেকে সংগৃহীত নমুনা ৪ ডিগ্রি তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়। সেটা না করলে নষ্ট হয়ে যায়, চিকিৎসকরা কি সেটা করেছিলেন?"" ফিরোজ এডুলজির বক্তব্য, "বলা হচ্ছে, মৃতার পা ৯০ ডিগ্রি কোণে ছিল। হাঁটু ভাঙা না হলে এটা সম্ভব নয়।" ঘটনার এক মাস পরেও মৃত্যুর সময় কেন জানা গেল না, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে আইনজীবীর। হাসপাতালের শৌচালয়ের সব টাইল্‌সও বদলে ফেলা হয়েছে বলেও সোমবার আদালতে জানান এডুলজি। তাঁর দাবি, ফলে অভিযুক্তের লুমিনেল পরীক্ষা করানো হলেও কিছু পাওয়া যাবে না।

প্রধান বিচারপতিও জানতে চান, মৃতদেহ কখন ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছিল। তার চালান কোথায়, সে নিয়েও প্রশ্ন প্রধান বিচারপতির।

আর জি কর নিয়ে সোমবারের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল, জুনিয়র ডাক্তার তথা রেসিডেন্ট ডাক্তারদের এবার কাজে ফিরতে হবে। মঙ্গলবার বিকেল ৫টার মধ্যে জুনিয়র তথা রেসিডেন্ট ডাক্তাররা কাজে যোগ দিলে রাজ্য সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারবে না।

আর জি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে রাজ্যের একাধিক হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তারেরা কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন। সোমবার রাজ্যের আইনজীবী দাবি করেন, চিকিৎসকেরা কাজ না করায় ২৩ জন মারা গিয়েছেন। শুনানীর পর সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় মনে করিয়ে দেন, ডাক্তাররা অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি পালন করতে পারে না। সর্বোচ্চ আদালত তা সমর্থন করবে না। ডাক্তারদের কাজ রোগীদের পরিষেবা দেওয়া।

সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় জানিয়ে দেন, কিন্তু তার মধ্যে ডাক্তাররা কাজে যোগ না দিলে সরকার শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য ব্যবস্থা নিতেই পারে। সেই অধিকার সরকারের রয়েছে। তখন সুপ্রিম কোর্ট কিছু করতে পারবে না।

এদিনের শুরু থেকে বারবার রাজ্য সরকারের আইনজীবী কপিল সিব্বল বলেন, ডাক্তাররা কাজ করছেন না। তার ফলে গোটা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ইতিমধ্যে ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৬ লক্ষ মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা পায়নি। বিশেষ করে হার্টের অসুখ, ক্যানসারের মতো রোগের জন্য সাধারণ মানুষ সংখ্যায় সরকারি হাসপাতালে আসেন। তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন।

চিকিৎসকদের তরফে আইনজীবী পাল্টা বলেন, জুনিয়র ডাক্তারদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ, মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ, কলকাতা মেডিকেল কলেজে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। জুনিয়র ডাক্তারদের মধ্যে কারও অভিভাবক সরকারি চাকরি করলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিচ্ছে গুণ্ডারা। সুতরাং ডাক্তারদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। তা ছাড়া সিনিয়র ডাক্তাররা চিকিৎসার কাজ করছেন। আন্দোলন করছেন জুনিয়র ডাক্তাররা।

তা শুনে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বলেন, এটা কোনও যুক্তি নয় যে শুধু সিনিয়র ডাক্তাররা আন্দোলন করছেন। প্রধান বিচারপতি বলেন, রাজ্য সরকারকে আমরা নির্দেশ দিয়েছি যে সরকারি হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। সিসিটিভি ক্যামেরা পর্যাপ্ত সংখ্যায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রী-সন্তানকে কুপিয়ে হত্যা করে আত্মঘাতী গৃহকর্তা, চাঞ্চল্য পূর্ব পিলাকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর ।। স্ত্রী ও তিন বছরের শিশু সন্তানকে কুপিয়ে হত্যা করে আত্মঘাতী হয়েছে গৃহকর্তা। ওই ঘটনায় পূর্ব পিলাক টি আর পি সি কলোনিতে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, সোমবার পূর্ব পিলাক নবরাম পাড়ার টি আর পি সি কলোনীর এক বাড়ী থেকে দুর্গন্ধ পাচ্ছিলেন এলাকাবাসী। সাথে সাথে তাঁরা দেবদারু ফাঁড়ী থানায় খবর দিয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে ঘরের মধ্যে দুইজনের কাঁটা দেহ ও একজনের ঝুলন্ত পঁচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। সাথে ফরেন্সিক টিম ও মেজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে। তাঁরা মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ দক্ষিন ও সিপাহীজলা জেলায় ১২-১৩ই কমলা সর্তকতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর ।। উত্তর পশ্চিম- মধ্য ও তৎসংলগ্ন উত্তর- পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্মচাপের জেরে রাজ্যে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সর্তকতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। দুশ্চিন্তা বেড়েছে দক্ষিণ ও সিপাহীজলা জেলাকে নিয়ে। কারণ, আগামী ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর ওই দুই জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনায় কমলা সর্তকতা জারি করেছে।

প্রসঙ্গত, আজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ম ২৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। আজ সকালে সর্বনিম্ম তাপমাত্রা সব জেলায় স্বাভাবিকের কাছাকাছি ছিল।

এদিকে আবহাওয়া দফতর উত্তর পশ্চিম- মধ্য ও তৎসংলগ্ন উত্তর- পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে নিম্মচাপের জেরে রাজ্যের দুই জেলায় কমলা সর্তকতা জারি করেছে। আগামী ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ও সিপাহীজলা জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সর্তকতা জারি করেছে।

ক্যান্সারের ঔষুধে কমবে জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে সিদ্ধান্ত

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর ।। ক্যান্সারের ওষুধে কমবে জিএসটি। আজ নয়দিল্লীতে জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়াও এবারের বৈঠকে বেশ কিছু সুপারিশ করেছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে জিএসটি করের হারে পরিবর্তন, ব্যক্তি পর্যায়ে স্বস্তিদায়ক সুপারিশ, বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ব্যবস্থা সহজতর করার সুপারিশ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের পৌরোহিত্যে আজ নয়াদিল্লিতে ৫৪তম জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী শ্রী পঙ্কজ চৌধুরী, গোয়া ও মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী, অরুণাচল প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানার উপ-মুখ্যমন্ত্রীগণ, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির অর্থমন্ত্রীগণ এবং অর্থ মন্ত্রক ও রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

ডাইং করে বা প্রেস পণ্য, সুস্বাদু বা লবণাক্ত (শুকনো-নয় ও রান্না করা নয় এমন স্ন্যাক পেলেট ব্যতীত) যেমন নমকিন, ভুজিয়া, মিশ্রণ, চানা (প্যাকেজ পূর্ব এবং লেবেলযুক্ত) পণ্য যেগুলো এইচএস ১৯০৫.৯০.৩০ এর অধীনে পড়ে তাদের জিএসটি ১৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১২ শতাংশ করা হবে। নমকিন, ভুজিয়া, মিশ্রণ, চাবেনা (প্রাক-প্যাকেজ এবং লেবেলযুক্ত) এবং ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত ফর্মের অনুরূপ ভোজ্য প্রস্তুতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের আক্রান্ত সাংবাদিক, গ্রেপ্তার ৩

সাংবাদিক আক্রান্তের ঘটনায় ত্রিপুরা পুলিশের এডিজি আইনশৃঙ্খলা অনুরাগ ধ্যানকরের সাথে ডেপুটেশনে মিলিত হন সাংবাদিকরা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর ।। কর্তব্যরত অবস্থায় ফের দুষ্কৃতীদের দ্বারা আক্রান্ত হলেন রাজ্যের সাংবাদিকরা। রবিবার মধ্যরাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে থানার ঢিল ছোঁড়া দুরত্বে। এদিকে সাংবাদিকদের আক্রমণ করে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীকারীরা। রাজধানীর বুকে রাতের আধাঁরে এভাবে সাংবাদিক হেনস্থার ঘটনায় রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এদিকে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিক গঠনের সদস্যরা পুলিশ হেড কোয়ার্টারে পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিচালকের কাছে এক ডেপুটেশন পেশ করেছেন। তিনি সাংবাদিক মহলের বক্তব্য শোনেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেছেন। উল্লেখ্য ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রবিবার রাত ১টার দিকে ছয় সাংবাদিকের একটি দল চন্দ্রপুর আন্তঃরাজ্য বাস টার্মিনালের দিকে যাচ্ছিলেন কিছু সংবাদের খবর পেয়ে নিজেদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে। হঠাৎ তাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রয়াত বিশিষ্ট সাহিত্যিক মানস দেববর্মা, শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর ।। প্রয়াত হয়েছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক লেখক মানস দেববর্মন। আজ দুপুরে কৃষ্ণনগর হরিশ ঠাকুর রোড স্থিত নিজ বাসভবনে প্রয়াত হয়েছেনতিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। স্ত্রী সহ দুই কন্যা রেখে গেছেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে বাড়িতে যান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সহ বিশিষ্ট ব্যাক্তিরা। তাঁর প্রয়াণে শোক জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

রাজ্যের একজন বিশিষ্ট কবি, লেখক এবং সমাজ মনস্ক একজন সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব ছিলেন মানস দেববর্মন। কলেজে অধ্যাপনা ছাড়াও তিনি ত্রিপুরা লোকসেবা আয়োগের চেয়ারম্যান এবং ইউ পি এস সির সদস্য হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করেছেন। তাঁর প্রয়াণে রাজ্য একজন সৃষ্টিশীল সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও বর্ষিয়ান অভিভাবককে হারালো।

তাঁর প্রয়াণো শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। তিনি বলেন, রাজ্যের বিশিষ্ট কবি, লেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মানস দেববর্মণ মহোদয়ের আকস্মিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কর্তব্যরত অবস্থায় আত্মহত্যা জওয়ানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৯ সেপ্টেম্বর।। ধলাই জেলার কমলপুরের আমতলী বিএনপির অন্তর্গত ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে কর্তব্যরত এক বিএসএফ জওয়ান গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

সোমবার সাড়ে ১১টা নাগাদ ১০৫ নং ব্যাটেলিয়নের এক বিএসএফ জওয়ানকে গুলি বিদ্ধ অবস্থায় বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বুঝে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে দেন। গুলি বিদ্ধ বিএসএফ জওয়ানের নাম বি.অরুন দিলীপ(৪৫), তার বাড়ি মহারাষ্ট্রে। এই ঘটনাটি ঘটে সোমবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ কমলপুর থানার অন্তর্ভুক্ত আমতলী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রী ছেড়ে যাওয়ায় আত্মঘাতী স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর ।। স্বামী স্মার্ট নন, তাই মেয়েকে স্বামীর কাছে পরপুরুষের হাত ধরে পালিয়ে গেলেন স্ত্রী। তাতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন আত্মঘাতী হয়েছেন স্বামী। ওই ঘটনায় ছেলের বাড়ির সদস্যরা থানায় মামলা দায়ের করেছেন। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত সাড়ে তিনবছর আগে সামাজিক মতে বিয়ে হয়েছিল বটতলা বাজারের সব্জি ব্যবসায়ী রাকেশ সাহা এবং বাধারঘাটের বাসিন্দা রুপা দাসের সাথে। তাদের বর্তমানে একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। কিছু দিন আগে বাপের বাড়িতে এক আত্মীয়ের বিয়েতে গিয়েছিলেন রুপা। কিন্তু ১ মাস চলে গেলেও সে শ্বশুর বাড়িতে ফিরে আসেন নি। একাধিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুরির অভিযোগে গনধোলাই খেল যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। মোবাইল চুরির অভিযোগ এক যুবককে আটক করে বেধড়ক মারধোর করে জনগণ। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার জিবি হাসপাতাল চত্বরে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, এক ব্যক্তি রোগী নিয়ে জিবি হাসপাতালে এসেছিলেন ডাক্তার দেখাতে। সেখানে অটোর মধ্যে তিনি মোবাইল থেকে সরতেই এক যুবক মোবাইল নিয়ে পালিয়ে যাওয়া চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘটনা লক্ষ্য করে চিতকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রুপ ডি মেধা তালিকা দুর্নীতির অভিযোগে যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর ।। জেআরবিটি গ্রুপ ডি মেধা তালিকায় দূর্নীতির গন্ধ মিলেছে। অর্থের বিনিময়ে বিজেপি সরকার চাকুরী প্রদান করেছে। তাতে, যোগ্য প্রার্থীরা চাকুরী থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। পাশাপাশি, তালিকায় বহিরাগতদের চাকুরী দেওয়া হয়েছে। এমনটাই অভিযোগ তুলে সোচ্চার হয়েছে প্রদেশ যুব কংগ্রেস। এরই প্রতিবাদে আজ জেআরবিটি দফতরে সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছে কর্মীরা। ওই বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশের সাথে কংগ্রসের কর্মীদের ধস্তাধস্তিও হয়েছে। তাঁদের দাবি, মেধা তালিকার পাশাপাশি অপেক্ষামান তালিকা প্রকাশ করা হোক।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অবরোধে নাজেহার রাজ্য

শিক্ষক স্বল্পতা এবং উন্নয়নের দাবিতে অবরোধে ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৯ সেপ্টেম্বর ।। রাজ্য শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও এখনো সম্পূর্ণভাবে হাল ফেরাতে পারেনি বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বিশেষ করে পাহাড় এবং গ্রামীন এলাকায় শিক্ষক স্বল্পতা সহ বিভিন্ন পরিকাঠামোগত দুর্বলতায় ভুগছে প্রাক প্রাথমিক এবং উচ্চতর বিদ্যালয়গুলি। ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ জেলা,মহকুমা এবং ব্লক স্তরের শিক্ষা অধিকর্তারা। তাই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা রাস্তা অবরোধ সহ বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন করতে দেখা যায়।

এমনই এক আন্দোলন লক্ষ্য করা যায় সোমবার সকাল ১১ টায় বক্সনগর ব্লকের অন্তর্গত উত্তর কলমচৌড়া ছাতিয়োনটিলা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। ছাতিয়ানটিলা উচ্চ বিদ্যালয়ের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে পথ অবরোধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর ।। বেতন বৃদ্ধির সহ ৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে খোয়াই মহকুমার বেলফাং এলাকায় পথ অবরোধে সামিল হয়েছে অল ত্রিপুরা অঙ্গনওয়ারি ওয়ার্কাস ও হেল্পার আশা কর্মী ইউনিয়ন।

এক সহায়িকা জানিয়েছেন, দীর্ঘ দিন যাবৎ তাঁরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ বিভ্রাটে অতিষ্ট হয়ে রাস্তা অবরোধ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৯ সেপ্টেম্বর।। বিদ্যুৎ বিভ্রাটে অতিষ্ট হয়ে যুবরাজনগর বিধানসভার এক নং ওয়ার্ডের স্থানীয় জনতা রাস্তা অবরোধ করল।

সোমবার ধর্মনগর মহকুমার যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ১ নং ওয়ার্ডের যুবরাজ নগর স্কুল সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যুৎ যন্ত্রণায় অতিষ্ট হয়ে রাস্তা অবরোধ করে স্থানীয় জনতা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় ,যুবরাজনগর বিধানসভা এলাকার ১ নং ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ধরে সন্ধ্যা সাতটার পর থেকে লো ভোল্টিজ হয়ে যায়। এই অভিযোগ এনে স্থানীয় জনসাধারণ রাস্তা অবরোধ করে। এই ঘটনার বিষয়ে বহুবার স্থানীয় নেতৃত্ব সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানানোর পরও কোন ব্যবস্থা না হওয়াতে বাধ্য হয়ে আজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতল ১০ সেপ্টেম্বর২০২৪ ইং
২৪ ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

এদেশে সংখ্যালঘুরা সুরক্ষিত

প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে নানা প্রশ্ন ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় সুরক্ষিত। দেশের সরকার এবং সুবুদ্ধি সম্পন্ন জনগণ রাজ্যের এবং দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সুরক্ষা করিতে যথেষ্ট দায়িত্বশীলতার ভূমিকা পালন করিয়া চলিয়াছেন।

সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের জনগণকে নিয়া রাজনৈতিক দলগুলির টানা হ্যাচরা যেন নিত্যদিনের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভোটব্যাঙ্ক স্ফীত করাই এর মূল উদ্দেশ্য। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারকে হিন্দুত্ববাদী বলিয়া অনেক রাজনৈতিক দল আখ্যায়িত করিলেও এই তকমা খারিজ করিবার জন্য বিজেপির প্রচেষ্টার কোন ঘাটতি নাই। সংখ্যালঘু জনগনের কল্যাণ সাধন করিবার মধ্য দিয়াই বিরোধীদের যোগ্য জবাব দেবার চেষ্টা চালাইতেছে কেন্দ্রের বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার। নানা সমীক্ষার মধ্য দিয়া তাহার প্রমাণ মিলিতেছে নির্বাচনে জয় পরাজয়ের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু ভোট নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করিতেছে বিভিন্ন রাজ্যে। বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করিতে পারিতেছে বিজেপি সহ প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল। সেই কারণেই সংখ্যালঘুদের নিয়া মায়া কান্নার কোন খামতি রাখিতে চাহিতেছে না কোন রাজনৈতিক দল। বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের গত নয় বছরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণ ইহার সুফল ভোগ করিতেছেন। শিক্ষা চাকুরী সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের জন্য বাড়তি সুবিধা প্রদান করিতেছে সরকার।

সংখ্যালঘুদের সুযোগ-সুবিধার দিকে বেশি করিয়া নজর দেওয়া জরুরি। দলমত নির্বিশেষে প্রায় সব সরকারই এরকম মত পোষণ করে। তবে, বর্তমান মোদি সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংখ্যালঘু বিদ্বেষের অভিযোগ ওঠে। কিন্তু বাস্তব পরিসংখ্যানও কি একই কথা বলিতেছে? সম্প্রতি সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের তথ্য দিয়াই সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন এক বিজেপি নেতা। তাহা মোদির আমলে সংখ্যালঘুদের বিকাশের কোন তথ্য তুলিয়া আনিলেন তিনি? সংখ্যালঘুদের প্রতি অবিচার করিতেছে কেন্দ্র। এমন অভিযোগে প্রায় একযোগেই সরব হন বিরোধীরা। তাঁহাদের সব অভিযোগ যে অমূলক, তাহা নয়। তবে, এর পালটা হিসাবে একেবারে অন্য তথ্যও যে আছে, তাই-ই এবার স্পষ্ট করিয়া দিলেন বিজেপি নেতা তথা গেরুয়া শিবিরের সংখ্যালঘু সেলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদিক সুফি এম কে চিস্তি। তাঁহার দাবি, মোদির আমলেই সংখ্যালঘুরা সবথেকে বেশি সুবিধা পাইয়াছে। ১০ বছরের মেয়াদে মোদি সরকারের সঙ্গে সংখ্যালঘুদের রসায়নে অনেকটাই বদল আসিয়াছে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষাও সে ইঙ্গিত দিয়াছিল। বিজেপি মানেই যে সংখ্যালঘু বিদ্বেষী দল, এমন একরৈখিক বিরোধিতার বয়ানকে সন্দেহের মুখে দাঁড় করিয়াছিল এই সমীক্ষা। সিএসডিএস লোকনীতি-র বিশেষ এই সমীক্ষা জানাইয়াছিল, ৪৪ শতাংশ মুসলিম ধর্মাবলম্বী মনে করেন, অর্থনৈতিক অবস্থা মোটের উপর একই রকম আছে। নতুন নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মোদির ভূমিকা নিয়াও সেখানে তারিফ করিয়াছেন মুসলিমরা। এক্ষেত্রেও হিন্দুদের তুলনায় মুসলিমদের তরফে বেশি ভোট পাইয়াছেন মোদি। যেখানে ১১ শতাংশ হিন্দু মোদির পক্ষে, সেখানে মুসলিমদের সমর্থন ১৪ শতাংশ। হিন্দুদের থেকেও বেশি শতাংশ মুসলিমরা মোদিকে সেরা বক্তা হিসাবে মনে করেন। তাঁহাদের মতে মোদির মতো সুবক্তা সারা দেশে আর নাই। মোদির কথার জাদুতে যেমন মুগ্ধ ২৪ শতাংশ হিন্দু, তেমনই মুগ্ধ ২৯ শতাংশ মুসলিম। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের মনের কথাই এখানে উঠিয়া আসিয়াছে। একই ইঙ্গিত করিয়াছেন এই বিজেপি নেতাও। তাঁহারও দাবি, মুসলিমরা তো বটেই, সামগ্রিক ভাবে সংখ্যালঘুরা সবথেকে বেশি উপকৃত হইয়াছেন মোদির জমানাতেই। তথ্য দিয়া তিনি জানাইয়াছেন, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ২০১৪ সালে সরকারি চাকুরে ছিলেন ৪.৫ শতাংশ। সেখানে বর্তমানে সেই হার বাড়িয়া হইয়াছে ১০.৫ শতাংশ। অর্থাৎ সরকারি চাকরিতে সংখ্যালঘুরা যে অনেকটাই অগ্রসর হইয়াছেন, এমনটাই মত নেতার। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, সাধারণ মানুষের জন্য যে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প আনিয়াছে মোদি সরকার, তাহার সুবিধা পাইয়াছেন সংখ্যালঘুরা। উন্নয়নের নিরিখে অন্তত সরকার কোনও রকম ভাগাভাগিকে যে প্রশ্রয় দেয়নি, তাহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন তিনি।

রাজৌরিতে অনুপ্রবেশ রুখে দিল সেনাবাহিনী; নিহত দুই জঙ্গি, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

জম্মু, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে ফের অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখে দিল সেনাবাহিনী। সোমবার রাজৌরি জেলার নৌশেরা সেক্টরের লাম এলাকায় অনুপ্রবেশের সময় দুই জঙ্গিকে নিকেশ করেছে সেনাবাহিনী। পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ।বেশ কিছু জঙ্গি নৌশেরা সেক্টরে সীমান্ত থেকে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছে, এমন তথ্য গোয়েন্দা মারফত আগেই পেয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। এই তথ্যের তথ্যের ভিত্তিতে গত ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে নিরাপত্তা বাহিনী ব্যাপক অভিযান শুরু করে। এই অভিযানেই খতম হয় দুই জঙ্গি। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের একাংশ জানাচ্ছেন, গত লোকসভা নির্বাচনে উপত্যকার বিপুল সংখ্যক মানুষ ভোটে অংশ নিয়েছিল। যার ফলে আশঙ্কিত হয়ে উঠেছে পাকিস্তান মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠনগুলি। সেই কারণেই এবার বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হতেই, অশান্তি পাকাতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে জঙ্গিরা।

হরিয়ানায় ৯০টি আসনের জন্যই ভোট-প্রস্তুতিতে এএপি : সুশীল গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কংগ্রেসের সঙ্গে সম্ভাব্য জোট গুঞ্জনের মধ্যেই হরিয়ানার ৯০টি আসনের জন্য ভোটের প্রস্তুতি নেমে পড়েছে আম আদমি পার্টি (এএপি)। সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন হরিয়ানায় এএপি-র সভাপতি সুশীল গুপ্তা। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, হাইকমান্ডের থেকে আমরা জোটের বিষয়ে কোনও খবর পাইনি।হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে এবার জোট করে লড়তে পারে এএপি ও কংগ্রেস, দুই দলের শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে অবশ্য এখনও এই জোট সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করা হয়। এই পরিস্থিতিতে সোমবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হরিয়ানায় এএপি-র সভাপতি সুশীল গুপ্তা বলেছেন, আজ যদি জোট সম্পর্কে কোনও আমরা কিছু না জানতে পারি, তাহলে আমরা সন্ধ্যার মধ্যেই ৯০টি আসনের জন্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দেবো।'

সুবিচারের দাবি, শিলিগুড়ির উপন্ট্রে হাসমিচকে মঙ্গল প্রার্থনা ও শপথ গ্রহণ

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তর পূর্বাঞ্চলের গেটওয়ে শিলিগুড়ি। সেই শহরের হাসমিচকে আর জি কর হাসপাতালের কর্মরত মহিলা চিকিৎসক মৃত্যুর ঘটনায় সমব্যাথীরা সমবেত হয়েছিলেন সহমর্মিতার অঙ্গীকারে। শিলিগুড়ির হাসমিচকে সোমবার "মঙ্গল প্রার্থনা" ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়। ভোর চারটে দশ মিনিট থেকে সকাল ছ'টা পর্যন্ত, সচেতন সমাজের পক্ষ থেকেই সুবিচারের দাবিতেই সরব উপস্থিতি সকলে। অনুষ্ঠানে ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন টেবিল টেনিস তারকা তথা অর্জুন পুরস্কার জয়ী মান্তু ঘোষ, পৌলমী নন্দী চাকি, মোনালিসা কাঞ্জিলাল, সুদীপা চৌধুরী, সুনন্দা সরকার, অধ্যাপিকা, বিদ্যাবতী আগরওয়াল, অধ্যাপক অমিতাভ কাঞ্জিলাল, ডাঃ পি ডি ভুটিয়া, প্রতিমা যোশী সহ - এই শহরের বিশিষ্ট ডাক্তার , অধ্যাপক - উকিল - সমাজসেবী এবং অন্যান্য শহরের বিশিষ্টরাও সামিল হয়েছেন মহৎ উদ্দেশ্যে।

নবজাগরণের পুরোধা ও সমাজ সংস্কারক রামমোহন রায়

রাজু পারাল

"... তিনি নবীনের অভ্যর্থনা করিতে গিয়া প্রাচীন হইতে পা তুলিয়া লন নাই। হিন্দু জাতির কোথায় মহত্ব তিনি তাহা পরিষ্কার রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এবং তাহা সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, অথচ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য নীতি ও পাশ্চাত্য জনহিতৈষণাকে অনুকরণীয় মনে করিয়াছিলেন"। প্রখ্যাত ব্রাহ্ম পণ্ডিত ও সমাজ সংস্কারক শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর রচিত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" এ যে মহাপ্রাণের সম্বন্ধে এই উক্তিটি করেছিলেন তিনি ভারতবর্ষের সমাজ সংস্কারের অগ্রপথিক মহাত্মা রামমোহন রায়। প্রখ্যাত দর্শন বেত্তা ড় ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতে "রামমোহনই ছিলেন অগ্রদূত ও প্রকৃত অর্থে আধুনিক ভারতবর্ষের জন্মদাতা।"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর "ভারত পথিক" গ্রন্থে লিখেছেন "যদিও অজ্ঞানের আশক্তি জগদ্দল পাথর ভারতের বুকে চেপে আছে। লজ্জায় আমরা সংকুচিত। দুঃখে আমাদের দেহ-মন জীর্ন, অপমানে আমাদের মাথা অবনত, বিদেশের পথিক আমাদের কলঙ্ক কুড়িয়ে নিয়ে দেশে দেশে শিল্প পণ্যের ব্যবসা চালাচ্ছে, তবু আমাদের সকল দুর্নীতির ওপরে সর্বোচ্চ আশার কথা এই যে, রামমোহন রায় এদেশে জন্মেছেন, রামমোহনকে না জানলে আমাদের আত্মপরিচয় অসমাপ্ত থাকে।

উনিবিংশ শতাব্দী "ভারতের নবজাগরণের যুগ"। আর এই নবজাগরণের সূত্রপাত হয় রাজা রামমোহনের হাত ধরেই। দেশের শিক্ষা ও সমাজসংস্কার, ধর্মীয় দর্শন চিন্তা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, দেশপ্রেম ও বিজ্ঞানের সমাহার ঘটে তাঁরই প্রচেষ্টায়। তাঁর যুক্তিবাদ, প্রগতীশীল চিন্তাধারা এবং সমাজে নারীদের সমান অধিকার দেওয়ার অদম্য মনোভাব আমাদের সর্বদা অনুপ্রাণিত করে। রামমোহনের মতে, ভারতবাসীকে অজ্ঞতা ও জড়তা থেকে মুক্ত করতে পারে একমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কারে প্রাচ্যের শাশ্বত চিন্তাধারার সঙ্গে পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়ে এক নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

ফ্রান্সিস বেকন, ভলতেয়ার, হিউম, নিউটন প্রমুখদের চিন্তাধারা এমনকি আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন, গ্রীকদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ফরাসী বিপ্লব রামমোহনকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। তবে রামমোহন তাঁর যুগের চাইতে অনেক বেশি এগিয়েছিলেন। সেজন্য তাঁকে স্বদেশবাসী ও বিদেশিদের দ্বারা প্রবল প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তৎসত্ত্বেও নিজের অসীম সাহস, বুদ্ধিমত্তা এবং অনমনীয় দৃঢ়তায় সব বাধা অতিক্রম করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন প্রায় একক প্রচেষ্টায়। অনেকক্ষেত্রে অবশ্য সহায়তা পেয়েছিলেন বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুরের।

রামমোহনের প্রদর্শিত পথেই হেনরি ডিরোজিও ও বিদ্যাসাগরের মত যুক্তিবাদী, সংস্কারমুক্ত মানুষরা বাংলার নব-জাগরণের গতিকে ত্বরান্বিত করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজে ছড়িয়ে পড়া কু-সংস্কার, জাতিভেদ, ধর্মান্ধতা, খাদ্যাভাব, অপুষ্টি এবং অশিক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন আধুনিক মনস্ক উদার চিন্তার যুক্তিবাদী এই মানুষটি।

পলাশীর যুদ্ধের পনেরো বছর বাদে ১৭৭২ সালে ২২ মে হুগলী জেলার রাধানগরে জন্মগ্রহণ করেন রামমোহন। এঁদের আদিনিবাস ছিল মুর্শিদাবাদ জেলায় এবং পরিবারটি ছিল "বন্দ্যোপাধ্যায়" শ্রেণিভুক্ত। রামমোহনের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারের চাকরি গ্রহণের পর থেকেই "রায়" উপাধি পেয়েছিলেন। সেই সূত্রে তাঁদের "রায়" পদবির ব্যবহার। রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায় ছিলেন বৈষ্ণব মতে বিশ্বাসী আর মাতা তারিণী দেবী ছিলেন শৈব। জন্মসূত্রে রামমোহন "বৈষ্ণব" ও "শাক্ত" দুই প্রভাবশালী ধর্মীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হয়ে ছিলেন। তবে উত্তরাধিকারী সূত্রে রামমোহন বাল্যকালেই তাঁর মায়ের অনেকগুলি গুণ পেয়েছিলেন।

শৈশব থেকেই রামমোহন অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি এতই প্রখর ছিল যে, কোনও কিছু একবার শুনলে তাঁর কণ্ঠস্থ হয়ে যেত এবং দ্বিতীয়বার তা শোনার প্রয়োজন হতো না। তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির কথা পরবর্তী জীবনেও শোনা যায়। নানাবিধ কর্মে সর্বদা ব্যস্ত থাকার মধ্যেও তিনি অনেকগুলি ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, যা প্রখর স্মৃতিশক্তি ছাড়া সম্ভব হোত না। মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও রামমোহন বেশ কয়েকটি প্রাচ্য ভাষা-আরবি, হিন্দি, সংস্কৃত ও ফারসিতে উল্লেখযোগ্য ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কিশোর বয়সেই মূল আরবিতে তিনি অ্যারিস্টটল ও ইউক্লিডের গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। ন্যায় শাস্ত্রেও তাঁর অসাধারণ অধিকার জন্মেছিল এবং তারই গুনণ পরবর্তীকালে তিনি একজন বীর তর্কযোদ্ধা হয়ে উঠেছিলেন। পাটনায় অধ্যয়নকালে রামমোহন ইসলোমের ধর্মগ্রন্থ কোরান ও সুফীদিগের কিছু গ্রন্থ অধ্যায়ন করেছিলেন যা তাঁর মানসিক বিকাশে যতেষ্ট সাহায্য করেছিল। বেদ ও উপনিষদের প্রতিও ছিল তাঁর দুর্বার আকর্ষণ। হিন্দুদের সনাতন প্রতিমা পূজা মেনে নিতে তিনি অস্বীকার করেন এবং যুগ যুগ ধরে চলে আসা হিন্দু প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। পৌত্তলিকতায় অবিশ্বাসী হলেও তিনি একেশ্বরবাদী হওয়ায় ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই পৌত্তলিক হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে সরব হয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন রামমোহন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগমোহনের স্ত্রী আলোকমঞ্জরী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে চাইলে রামমোহন বৌদিকে বাঁচানোর প্রাণপন চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। হৃদয়হীন আত্মীয় ও ব্রাহ্মণদের হাত থেকে বৌদিকে শেষ পর্যন্ত রামমোহন উদ্ধার করতে পারেননি। ওইদিন বেদনায়, ক্ষোভে ও ঘৃণায় জর্জরিত হয়ে রামমোহন বৌদির চিতার সামনে দাঁড়িয়ে শপথ করেছিলেন সমাজের ওই কুপ্রথার বিরুদ্ধে সারাজীবন লড়বেন। ১৭ বছর পরে সেই প্রতিজ্ঞা রামমোহন পূরণ করেছিলেন। তবে বৌদির সহমরণের দৃশ্য রামমোহন জীবনভর ভুলতে পারেননি।

প্রচলিত ধর্মীয়-প্রথার বিরোধিতা করে এক সময় রামমোহন পিতা রামকান্ত রায়ের বিরাগভাজন হয়ে গৃহত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৬ বছর।

গৃহত্যাগ করার পর রামমোহন ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে ভারতীয় ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে লাগলেন। পাঞ্জাবে গিয়ে গুরুমুখী ভাষা শিক্ষার পর শিখ সম্প্রদায়ের ধমগ্রন্থগুলি গভীর মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করেন, একই সঙ্গে হিন্দি ভাষা রপ্ত করে দাদু ও কবীরের ধার্মিক সিদ্ধান্ত নিয়ে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তাঁর মনে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করার আকাঙ্খা জাগলে তিনি হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বতে পৌঁছান। সেখানে তিনি বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়ন করেন ঠিকই কিন্তু স্বীয় প্রকৃতি

অনুসারে সেখানকার লামাদের মধ্যে প্রচলিত অন্ধবিশ্বাসগুলির বিরোধিতা করলে ধর্মান্ধ পুরুষেরা তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত তিব্বতী রমনীদের প্রচেষ্টায় তিনি রক্ষা পান। তিব্বতী রমনীদের সেই সহৃদয়তার কথা তিনি জীবনে ভেলেননি এবং পরবর্তীকালে স্ত্রীজাতির প্রতি সারাজীবন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গটি রামমোহন তাঁর নিজের 'আত্মকথাতে' উল্লেখ করেছেন। এর কয়েকবছর পরে হিন্দুশাস্ত্র অধ্যায়ন করতে রামমোহন বারনসীতে পৌঁছেন। ১৮০৩ সালে পিতা রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হলে তিনি মুর্শিদাবাদে চলে আসেন। এখানে রামমোহন কর্মজীবনে প্রবিষ্ট হন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব বিভাগে যোদগান করেন। ভাগলপুর, রামগড় ইত্যাদি স্থানে কাজ করার পর ১৮০৯ এ রংপুরের রেভিনিউ অফিসার জন ডিগবির অধীনে কাজ করতে থাকেন। কমর্জীবনের দীর্ঘকাল রামমোহন এই রংপুরেই কাটিয়েছিলেন। স্বীয় দক্ষতা ও ফার্মদক্ষতা গুনে সামান্য কোরানী থেকে রামমোহন শেষ পর্যন্ত কালেক্টরের দেওয়ান হয়েছিলেন। ডিগবির অধীনে কাজ করতে করতেই রামমোহন ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করেন। অবসর সময়টা তিনি গভীর অধ্যায়ন ও আলোচনায় কাটাতেন। সে সময় তিনি বিলেত ও ইউরোপের রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এবং ডিগবির দৌলতে সে দেশের পত্রপত্রিকাও পড়ার সুযোগের মাধ্যমে ইউরোপীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারার সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। এভাবেই তিনি ইউরোপের রাজনৈতিক উদার- নীতির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। বিশেষভবে উল্লেখ্য যে, কালেক্টর ও দেওয়ান (ডিগবি ও রামমোহন) উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, যার ফলে পরবর্তী- কালে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ মুছে গিয়ে তাঁদের দু"জনের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। রামমোহনের কর্মজীবনে যা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত।

যাইহোক, ১৮১৪ সালে ডিগবি চিরদিনের জন্য ভারতবর্ষ ত্যাগ করলে রামমোহনও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরি ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন স্থায়ীভাবে। কলকাতায় এসে রামমোহন তাঁর জীবনের এক নতুন পর্ব শুরু করেন। স্থির সিদ্ধান্ত নেন নিজের জীবনকে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্য উৎসর্গ করবেন। নিজের দেশের মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোকের পথে, মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা থেকে আধুনি- ককালের যুক্তিসিদ্ধ জীবনের পথে উত্তীর্ণ করার জন্য, একাকী তিনি যে সব সংস্কারমূলক প্রয়াসে অগ্রণী হয়েছিলেন-তা সহজে ধারণা করা যায় না। "শাস্ত্র" ও "যুক্তি" এই দুটির মাধ্যমেই রামমোহন স্বজাতির মত পরিবর্তন ও তাদের মননের সংস্কারসাধন করতে চাইলেন। আর এই কাজে অগ্রসর হতে গিয়ে তিনি জীবনের বাকি ১৮ বছর অনুবাদ কর্মে ব্যপৃত হয়েছিলেন। রামমোহন প্রথম উদ্যোগেই সংস্কৃত বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য বাংলায় অনুবাদ করে "বেদান্ত গ্রন্থ" নামে প্রকাশ করেন। এর কিছুকাল পরে সর্বসা ধারণের বোধগম্য করে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন "বেদান্ত- সার" (১৮১৬)। "বেদান্তসার"ই এক এর্থ সে সময়ে হয়ে উঠেছিল বঙ্গীয় নবজাগরেণের উৎস। অন্ধকারাচ্ছন্ন সে সময়ে সমাজে প্রচলিত ধর্ম বলতে রামমোহন লক্ষ্য করলেন যে কেবল অর্থহীন আচার- অনুষ্ঠান, বিকৃত মন্ত্রতন্ত্র, দুর্গোৎসবে বলিদান, নন্দোৎসবে কীর্তন এ সমস্ত বাহ্যিক আড়ম্বর ও আচারে হিন্দুধর্ম আচ্ছন্ন। বেদান্ত চর্চা দেশ থেকে প্রায় লুপ্ত। সাধারণ মানুষ সংস্কৃতে লিখিত শাস্ত্র গ্রন্থের মর্মোদ্ধার করতে অক্ষম। এমতাবস্থায়, বাংলাভাষায় প্রচীন শাস্ত্রের আলোচনার মাধ্যমে বেদান্তচর্চার পুনঃপ্রবর্তন দ্বারা জনসাধারণের যথার্থ ধর্মবোধ উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজন অনুভব করে সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অদম্য কর্মশক্তি নিয়োগ করেন রামমোহন। প্রকৃত ধর্মোপলব্ধি ও ধর্মের প্রচারেই তাঁর ধ্যান, মনন ও প্রচেষ্টা নিত্য নিয়োজিত ছিল।

রামমোহনের সাহিত্য ও অনুবাদ চর্চা ছিল মূলত সমাজ সংস্কারভিত্তিক মানবতাবাদী আন্দোলন। তাঁর রচিত প্রায় তিরিশটি (৩০) গদ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে অনুবাদ-গ্রন্থ, বিতর্ক ও বিচারবিষয়ক গ্রন্থ এবং কিছু মৌলিক রচনা।য অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য; বেদান্তগ্রন্থ, বেদান্তসার, পঞ্চ- উপনিষদ।

রামমোহনের অন্যান্য অনুবাদের মধ্যে রয়েছে "গায়ত্রীর অর্থ (১৮১৮), আত্মানাত্মবিবেক (১৮১৯), ব্রজসূচী (১৮২৭)। তবে এসব অনুবাদ গ্রন্থ-এ ব্যাপৃত থেকেও তিনি তৎকালীন সমাজের হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারকে বন্ধ করতে একমাত্র সংবাদ মাধ্যমকেই প্রধান অস্ত্র করেছিলেন। তাঁর প্রতিবাদী কলম বারংবার ঝংকার দিয়েছে সমাজের ধর্ম ও সংস্কৃতকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিরোধে যুক্তিনির্ভর ও গোঁড়ামিমুক্ত বক্তব্যে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায়, ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বিতীয়বারের জন্য ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে এসে সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করেন। যার পূর্ণ সদ ব্যবহার করতে এগিয়ে আসেন রামমোহন সহ একাধিক বুদ্ধিজীবী মহল। হিন্দু ধর্মের প্রতি অযৌক্তিক আক্রমণের বিরুদ্ধে ১৮২০-র সেপ্টেম্বরে প্রকাশ করলেন ইংরেজিতে "Brahmanical Magazine" এক পৃষ্ঠায়, অন্য পৃষ্ঠায় "ব্রহ্মণ সেবধী", যদিও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এ ব্যাপারে তাঁর পরবর্তী প্রয়াস ১৮২১-এ "সম্বাদ কৌমুদী" প্রকাশ। পত্রিকাটি তারাচাঁদ দত্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বাংলা সাপ্তাহিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে প্রথমে। রামমোহন সে সময়ে "সম্বাদ কৌমুদীর সম্পাদক না থাকলেও তিনিই ছিলেন পত্রিকাটির প্রাণপুরুষ। তাঁর নির্দেশিত নীতিতেই পত্রিকাটি পরিচালিত হত। তবে কিছু সময় পরে রামমোহ- নের সঙ্গে মতানৈক্যের কারণে ভবানীচরণ ওই সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক পদ থেকে ইস্তফা দিলে রামমোহন নিজেই তার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন। "সম্বাদ কৌমুদীকে" কেন্দ্র করেই রামমোহনের সংবাদপত্র জগতে প্রবেশ। এছাড়া ১৮২২ সালে রামমোহন "মিরাৎ-উল-আখার" নামে একটি ফার্সী সংবাদপত্রও পরিচালনা করতেন। পরে অল্প সময়ের জন্য রামমোহন তাঁর কয়েকজন বন্ধু মিলে "বেঙ্গল হেরাল্ড" নামক একটি চতুভাষী (ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী ও "ফার্সী) সাপ্তাহিক পত্রের স্বতাধিকারী হয়েছিলেন। রামমোহন সাংবাদিকতা করতেন জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে। জনসাধারণের অভাব, অভিযোগ, দাবি প্রভৃতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে আনা, সমাজের উদার শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা, বিশ্বরাজনীতিতে জনমতকে শিক্ষিত করে তোলা এবং সর্বোপরি সতীদাহ ও অন্যান্য সামাজিক অনাচার ও জাতীয় কলঙ্কের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা-এসব ছিল রামমোহনের সংবাদপত্র পরিচালনের উদ্দেশ্য। সংবাদপ- ত্রের মাধ্যমে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে রামমোহন পবিত্র অধিকার অধিকার বলে মনে করতেন। তাই যখন ১৮২৩ সালে অস্থায়ী গর্ভনর জন অ্যাডাম সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রণয়ন করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করলেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল রামমো- হনের কণ্ঠে।

দেশে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের কাজেও রামমোহন ছিলেন তাঁর কালের অগ্রণী পুরুষদের অন্যতম। এ কাজে তিনি জাতি-ধর্ম-গোষ্ঠী বিচার করতেন না; নির্বিচারে সকলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতেন। ১৮১৭ সালে কলকাতায় "হিন্দু কলেজ" প্রতিষ্ঠিত হবার আগের বছর তিনি হিন্দু ছেলেদের শিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ নিজের খরচে এক বিদ্যায়ে স্থাপন করেন। প্রায় ছ'বছর পর ওই প্রতিষ্ঠানটিকেই সংস্কার করে তিনি বিখ্যাত "অ্যাংলো-হিন্দু" বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেন। ১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর রামমোহন লর্ড আমহার্সকে শিক্ষা বিষয়ক তাঁর বিখ্যাত পত্রটি লেখেন ওই পত্রে প্রস্তাব ছিল শিক্ষার খাতে সরকারি টাকা একটা সংস্কৃত কলেজ স্থাপনে ব্যয় না করে ওই অর্থে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হোক যা মানুষের বাস্তব জীবনে যুগোপযোগী প্রয়োজন মেটাতে পারে। সরকার অবশ্য তাঁর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রসূত ওই যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবে কান দেননি। কিন্তু পরবর্তীকালে মেকলের শিক্ষাবিষয়ক ব্যবস্থালিপি গৃহীত হলে রামমোহনের স্বপ্ন সফল হয়েছিল ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন কলকাতায় নিজের খরচে একটি বেদান্ত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে পাদ্রী আলেকজান্ডার ডাফ কলকাতায় তাঁর স্কুল-ভবন স্থাপন করার জন্য বাড়ির অভাবে বিব্রত তখন রামমোহন তাঁকে বাড়ি ও স্কুলের জন্য ছাত্র জোগাড় করে দিয়েছিলেন। হিন্দু কলেজের মতই "স্কুল বুক সোসাইটি" থেকে ব.।মে ািহনে ক সুপরিকল্পিতভাবে ভাবে দূরে রাখা হয়েছিল। তবুও সে প্রতিষ্ঠানের অনুরোধেই তিনি রচনা করে দিয়েছিলেন "ভূগোল" বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক, সংশোধন করে দিয়েছিলেন "'"জ্যোর্তিবিদ্যা" বিষয়ক ইংরেজি গ্রন্থের ব্যঙ্গানুবাদের পাণ্ডুলিপি। শিক্ষা বিস্তার সংক্রান্ত কাজে রামমোহনের ক্লান্তি ছিল না।

রামমোহনের জীবনের শেষ তিন বছর (১৮৩০-৩৩) কাটে ইংল্যান্ডে। ইংল্যান্ডে তিনি প্রতিনিয়তই কর্মব্যস্ত থাকতেন। ফলে তাঁর স্বাস্থ্যের উত্তোরত্তর অবনতি ঘটে। অবশেষে ১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ব্রিস্টলে তাঁর মৃত্যু হয়। এক ইংরেজ জীবনীকার সত্যই বলেছেন, রামমোহন ভারতের গৌরবময় অতীত ও অনন্ত সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের মধ্যে জীবন্ত সেতুস্বরূপ।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ট্রেনে মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: দূরপাল্লার ট্রেনগুলিতে ভ্রমণকারীদের বিশেষত যে সমস্ত মহিলা একা ভ্রমণ করেন যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে মহিলা রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স(আরপিএফ)-এর "মেরি সহেলি" নামে উৎসর্গকৃত টিমও রয়েছে। সমগ্র রেল নেটওয়ার্কে মহিলা ভ্রমণকারীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদানের জন্য মহিলা আরপিএফ কর্মীরা নিয়োজিত রয়েছেন, মেরি সহেলি পদক্ষেপের অধীনে ট্রেন এসকর্টিং, যাত্রী ও স্টেশন সুরক্ষার মতো দায়িত্ব তাঁরা পালন করেন।

বর্তমানে সমগ্র জোনের মধ্যে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে মহিলা আরপিএফ কর্মীদের দিয়ে গঠিত ১৫টি উৎসর্গকৃত "মেরি সহেলি"স্কোয়াড কর্মরত। এই স্কোয়াডগুলি মহিলা আরপিএফ অফিসার/স্টাফদের দ্বারা গঠন করা হয়েছে, যাঁরা ট্রেনে একা ভ্রমণ করা মহিলা যাত্রীর যত্ন নিয়ে থাকেন। এছাড়া সম্ভাব্য মানব পাচারকারীদের কবল থেকে মহিলা যাত্রীদের সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সমগ্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুড়ে ৫৩টি এএইচটিইউ (অ্যান্টি হিউম্যান ট্র্যাফিকিং ইউনিট) কর্মরত রয়েছে। চলতি বছরে মানব পাচারকারীদের কবল থেকে ০৪ জন মহিলা যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং ০৩ জন মানব পাচারকারীকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। চলতি বছরের আগস্ট,২০২৪ পর্যন্ত মহিলা সুরক্ষা সম্বন্ধীয় অপরাধের জন্য ছয়টি ঘটনা শনাক্ত করা হয়েছে এবং ০৬ জন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এছাড়াও, প্রায় ১০টি ট্রেনে পুরুষ আরপিএফ কর্মীদের পাশাপাশি মহিলা কর্মীদের নিয়ে গঠিত মিক্সড-এসকর্ট পার্টি প্রদান করা হয়েছে, যাতে তাঁরা প্রয়োজনে যে কোনও মহিলা যাত্রীর প্রতি তাৎক্ষণিকভাবে সাহায্যের হাত এগিয়ে দিতে পারেন। মহিলাদের সুরক্ষা শক্তিশালী করতে সমগ্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুড়ে ৪৬টি স্টেশনে সিসিটিভি নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে রেলওয়ের মাধ্যমে যাত্রা করা মহিলাদের জন্য উন্নতমানের নিরাপত্তা ও সুরক্ষামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়। পাশাপাশি রেলওয়ে চত্বরের মধ্যে যাতে খালি কোচগুলিতে মহিলা সুরক্ষা সম্বন্ধীয় কোনও ধরনের অপরাধ সংঘটিত করার জন্য ব্যবহার করা না যায় তার জন্য স্থির কোচগুলির দরজা বন্ধ রাখাটা নিশ্চিত করা হয়েছে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ রেলওয়েতে যাত্রা করা মহিলাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করে আসছে। মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রচার করা এবং কর্তব্য পালনের সময় মহিলাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

সেবার মনোভাব নিয়ে সঙ্ঘে আসুন, নেতা হওয়ার জন্য নয় : মোহন ভাগবত

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সঙ্ঘে আসতে চাইলে সেবার মনোভাব নিয়ে আসুন, দেশের জন্য নিবেদিত হন। যদি মনে করেন সঙ্ঘে এসে আপনি নেতা হয়ে টিকিট পাবেন, তাহলে ভুলে যান। স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশ্য এই বার্তা দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। জাতিগত জনগণনা নিয়েও মন্তব্য করেছেন তিনি। মোহন ভাগবত বলেছেন, জাতিগত জনগণনার তথ্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ব্যবহার করা উচিত। ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য এসব তথ্য যাতে অপব্যবহার না হয় তাও নিশ্চিত করতে হবে।সাংগঠনিক কারণে দু'দিনের সফরে গত শনিবার কলকাতায় এসেছিলেন মোহন ভাগবত। বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে মত বিনিময়ের একটি অনুষ্ঠানে রবিবার তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে গিয়েছিলেন। সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত রথীন্দ্র মঞ্চে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় আর জি কর হাসপাতালের ঘটনার কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, ''ভারতীয় সংস্কৃতি চিরকাল মহিলাদের মাতৃশক্তি হিসেবে বন্দনা করেছে। যখন সীতাহরণ হয়েছে, তখন রামায়ণ হয়েছে।

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হওয়ায় মহাভারত হয়েছে। সেই ভারতে কী করে এই ঘটনা ঘটে? নাগরিকদের অনেক বেশি সচেতন হওয়া প্রয়োজন।" পাশাপাশি তাঁর বক্তব্য, "গোটা দেশ এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন। যারা এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব সরকারের। এই ঘটনা মোকাবিলায় সরকার যে পদক্ষেপ নেবে, তাতে পূর্ণ সমর্থন থাকবে।"স্বাধীনতা সংগ্রামে সঙ্ঘের ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা করে ভাগবত সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ হেডগেওয়ার এবং ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর মতো অনুশীলন সমিতির নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের মধ্যে সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ডক্টর হেডগেওয়ার কলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে থাকার সময় বিপ্লবীদের সঙ্গে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি ''ভারত ছাড়ো আন্দোলনে'' সঙ্ঘের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেছেন।

ফের সমাজমাধ্যমে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট সুখেন্দুশেখর রায়ের

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টের শুনানির দিন ফের সামাজিক মাধ্যমে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করলেন তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। এবার মার্কিন বিচারপতিকে উদ্ধৃত করে তাঁর বক্তব্য, "'উই ডিমান্ড জাস্টিস।" আর জি কর নিয়ে প্রথম থেকেই সরব সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। মেয়েদের রাতদখলের আগে আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে রাতদখলে শামিল হওয়ার কথাও বলেছিলেন তিনি। তবে সিদ্ধান্ত বদল করে ১৪ তারিখ দক্ষিণ কলকাতার যোধপুর পার্কে নেতাজি মূর্তির সামনে বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ধর্নায় বসেন তিনি। সোমবার সকালে সুখেন্দুশেখরবাবু সামাজিক মাধ্যমে লিখলেন, "মার্কিন ফেডারেল কোর্টে ৫২ বছর বিচারপতি হিসাবে কাজ করা এবং একই সঙ্গে মানবাধিকারের দাবিতে সরব হওয়া এক বিচারপতি বলেছেন, গণতন্ত্র রক্ষা করতে হলে ন্যায়বিচারের সঙ্গে কোনওরকম আপস করা যাবে না।" এরপরই ফের তাঁর স্লোগান, "উই ডিমান্ড জাস্টিস।"

খেলাধুলায় রাজনীতি করা হয়েছে, এটা দুঃখজনক বিষয় : রাজ্যবর্ধন রাঠোর

জয়পুর, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কুস্তিগীর ভিনেশ ফোগাটের কংগ্রেসে যোগদানে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাজস্থানের মন্ত্রী রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর। তাঁর কথায়, খেলাধুলায় রাজনীতি করা হয়েছে, এটা দুঃখজনক বিষয়। সম্প্রতি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন ভিনেশ ফোগাট, এছাড়াও কুস্তিগীর বজরং পুনিয়াও কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সোমবার রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর বলেছেন, খেলাধুলার রাজনীতি করা হয়েছে, এটা দুঃখজনক বিষয়।রাঠোর বলেছেন, 'এটা গণতন্ত্র, তাই প্রত্যেকেরই রাজনীতিতে যোগদানের অধিকার আছে, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রকে অপমান করা উচিত নয়।

দোষীদের শাস্তির দাবিতে যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী আইন কলেজের প্রাক্তনীদের মিছিল

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আর জি কর-এ ঘটে যাওয়া পৈশাচিক কাণ্ডের পর এক মাস কেটে গেছে। মূল ঘটনার প্রতিবাদে এবং 'বিচার চাই' ধ্বনি তুলে যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী আইন কলেজের প্রাক্তনী এবং আইনজীবীরা রবিবার সন্ধ্যায় মিছিল ও প্রতিবাদ সভা করেন। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন নবীন। অভিযানের মূল উদ্যোক্তা, কলেজের প্রাক্তনী দীপশিখা ভৌমিক জানান, মূল অপকর্মে অন্যতম প্রধান সন্ধিগ্ধ সন্দীপ ঘোষ ধৃত কিন্তু আর্থিক অনিয়মের দায়। সঞ্জয় রায় ধৃত ধর্ষণ ও হত্যার অপরাধে।

অথচ তার শরীরে আঘাতের কোনও প্রমাণ ছাড়া তাকে আদালতে তুলে যথেষ্ট প্রমাণের অভাব দেখিয়ে সঞ্জয়কে বাঁচিয়ে নেবার চেষ্টা চলছে। কেন্দ্র সরকার পরিচালিত সিবিআই এবং রাজ্য সরকারের এই নির্লজ্জ গোপন আঁতাতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে

এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে এবং তারপরে কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রমাণ লোপাটের প্রতিবাদে চিকিৎসকরা একা নয়, সুবিচারের দাবিতে যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী আইন কলেজের আইনজীবীরা পথে। আইনি মারপ্যাঁচ দিয়ে সত্যকে ঢাকা যাবে না। আইন ব্যবস্থার ওপর চাপ বানিয়ে রাখতে হবে। বিচারের বাণী যেন নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী আইন কলেজের প্রাক্তনীদের পক্ষ থেকে অন্যতম প্রাক্তনী মমতা ব্যানার্জির কাছে দাবি করা হলো, আর জি কর-কাণ্ডে আসল দোষীদের শাস্তি দেওয়া হোক।

স্কুলে নিয়োগে ইডি-র সমন, সুপ্রিম কোর্টে খারিজ অভিষেক-রুজিরার আর্জি

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ইডি-র তলবকে চ্যালেঞ্জ করে অভিষেকদের করা আর্জি খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এর আগে একাধিকবার অভিষেক এবং রুজিরাকে দিল্লিতে তলব করে ইডি। তদন্তকারীদের দাবি ছিল, কলকাতায় তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে নিরাপত্তার সমস্যা হতে পারে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সেই তলবে সাড়া না দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। অভিষেক দাবি করেন, বার বার তদন্তের নামে দিল্লিতে ডেকে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে 'হেনস্তা' করছে ইডি।

আর জি কর মামলার পরবর্তী শুনানি ১৭ সেপ্টেম্বর

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আর জি কর মামলায় সোমবারের সওয়াল-জবাব শেষে আগামী মঙ্গলবার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। পরবর্তী স্টেটাস রিপোর্ট দিতে হবে সিবিআইকে। আর জি কর মামলায় এদিন সকলের নজর ছিল সুপ্রিম কোর্টের দিকেই। চিকিৎসক ধর্ষণ-খুনের মামলায় এদিন স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিয়েছে রাজ্য। পাশাপাশি মুখ বন্ধ খামে এদিন রিপোর্ট জমা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সিবিআই এর সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখেন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। এরপর সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা এবং রাজ্যের তরফে আইনজীবী কপিল সিব্বলের সওয়াল চলে।

এদিন আর জি কর মামলার শুনানি শুরু হয় তিন বিচারপতির বেঞ্চে। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতির জেবি পারদিওয়ালা এবং মনোজ মিশ্রর বেঞ্চে এই মামলার শুনানি শুরু হয়। সিসিটিভি ফুটেজ থেকে ময়নাতদন্তের গতি প্রকৃতি সব বিষয় নিয়েই সুপ্রিম কোর্টে এদিন সওয়াল জবাব চলে।

আর জি করে কর্মবিরতিতে রাজ্যে ২৩ জনের মৃত্যু, সুপ্রিম কোর্টে দাবি রাজ্যের

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে লাগাতার কর্মবিরতি চালিয়ে যাচ্ছেন চিকিৎসকরা। তার জেরে গোটা রাজ্যে ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে আর জি কর মামলার শুনানি চলাকালীন এই তথ্য জানালেন রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বল। তিনি জানান, তদন্তের স্টেটাস রিপোর্ট জা দিয়েছে রাজ্য। উল্লেখ্য, আর জি করে চিকিৎসকদের কর্মবিরতির জেরে কোন্নগরের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। সেই নিয়ে শুরু হয়েছে প্রতিবাদও। তার মধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করলেন রাজ্যের আইনজীবী।

অতি সম্প্রতি অভিযোগ উঠেছে কোন্নগরের বাসিন্দা বিক্রম ভট্টাচার্য্যের মৃত্যুর খবর। মৃতের পরিবারের দাবি, জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির বলি হয়েছেন তাঁদের ছেলে। কেবল আর জি কর নয়, অন্যান্য হাসপাতালেও চিকিৎসকদের কর্মবিরতির জন্য রোগীদের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই তালিকায় রয়েছে এসএসকেএমের মতো হাসপাতাল।

কেবল কলকাতা নয়, রাজ্যের অন্যান্য এলাকার হাসপাতালগুলোতেও উঠছে বিনা চিকিৎসায় রোগীমৃত্যুর অভিযোগ। যদিও চিকিৎসকদের একাংশের দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এইসব যুক্তিহীন অভিযোগ ছড়ানো হচ্ছে।

সিবিআই-কে ফের স্টেটাস রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আগামী সোমবার সিবিআইকে ফের আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসকের হত্যা-মামলায় তদন্তের স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি বললেন, "ওপেন কোর্টে কিছু মন্তব্য করতে চাই না। যাতে তদন্তে প্রভাব পড়ে। আগামী সোমবার তদন্তের আবার স্টেটাস রিপোর্ট দিন।" তদন্তে নতুন কী কী তথ্য উঠে এল, তা নিয়ে আগামী সোমবার স্টেটাস রিপোর্ট জমা দেবে সিবিআই। ১৭ সেপ্টেম্বর (আগামী সপ্তাহের মঙ্গলবার) এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

এ দিন আর জি কর হাসপাতালে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে আবারও অসহযোগিতার অভিযোগ জানাল কেন্দ্র। কেন্দ্রের তরফে সোমবার প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে জানানো হয়, আর জি করে তিন কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সহযোগিতা করছে না উল্লেখ্য, এই অভিযোগ নিয়ে আগেই সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল কেন্দ্র। সোমবার প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় জানিয়েছেন, স্বরাষ্ট্র দফতরের সিনিয়র অফিসার এবং সিআইএসএফের সিনিয়র অফিসারেরা আলোচনা করে পুরো বন্দোবস্ত করবেন। আদালতের নির্দেশ, সোমবারই রাত ৯টার মধ্যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সিআইএসএফকে দেবে রাজ্য।

এএপি একটি জাতীয় দল, হরিয়ানার আমাদের শক্ত সংগঠন রয়েছে : সঞ্জয় সিং

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): হরিয়ানায় কংগ্রেসের সঙ্গে সম্ভাব্য জোট গুঞ্জনের মধ্যেই তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য পেশ করলেন আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিং। তাঁর কথায়, আম আদমি পার্টি একটি জাতীয় দল এবং হরিয়ানার আমাদের শক্ত সংগঠন রয়েছে। হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে এএপি এবং কংগ্রেসের মধ্যে সম্ভাব্য জোট সম্পর্কে এএপি সাংসদ সঞ্জয় সিং বলেছেন, 'সন্দীপ পাঠক এবং সুশীল গুপ্তা স্পষ্ট করেছেন যে, আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং আমরা আমাদের আসন ঘোষণা অথবা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছি।'সঞ্জয় সিং যোগ করেছেন, 'দলের সংগঠন এবং সভাপতি অরবিন্দ কেজরিওয়ালের কাছ থেকে অনুমতি পেলেই আমরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব, আম আদমি পার্টি একটি জাতীয় দল। হরিয়ানায় আমাদের একটি শক্তিশালী সংগঠন রয়েছে। ১২ সেপ্টেম্বর মনোনয়নের অন্তিম দিন, আমাদের কাছে সময় বেশি নেই।'

পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭২ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সোমবারও দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম একই রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা, ডিজেল ৮৯.৯৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৪.৯৫ টাকা, ডিজেল ৯১.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৮৬ টাকা, ডিজেল ৯২.৪৪ টাকা প্রতি লিটারে পাওয়া যাচ্ছে।

NOTICE

WHEREAS Sri Monna Debbarma, Peon, GA(Printing and Stationery) Department was absenting himself from his office duty from 01-09-2022 to till date without attaining any prior permission from the Authority even not submitted any intimation and leave application in respect of his absence from duty.

AND

WHEREAS consequent upon such unauthorized absence a Memorandum vide No.F.1(13)-PTG/2020/70-72 dated 09-01-2023 was issued to Sri Debbarma with a direction to join his duty immediately and to discharge duty assigned to him sincerely otherwise there will be no alternative but to initiate proposal for termination of his service. The said memorandum was sent to his home address (Vill-Jagatpur, PO-Abhoynagar, PS-East Agartala, Pin-799005) through registered post. But he has neither submitted the reply nor joined in his duty.

AND

WHEREAS Wireless message vide No.F.1(13)-PTG/2020/2051 dated 17-07-2023 and followed by another Wireless message vide No.F.1(13)-PTG/2020/3748 dated 21-12- 2023 issued by the Head of Office and Head of the Department respectively addressed to the Officer In-charge, Wireless Station, A. D. Nagar, Agartala with request to take needful action from their end to make present of Sri Monna Debbarma to this office immediately.

AND

WHEREAS despite of above steps no response is received from the part of Sri Debbarma. The activity is serious enough like negligence, carelessness, lack of thoroughness and also the violation of Office procedures and discipline and unbecoming of a Government Servant like him and good and sufficient reasons to take serious action against him as per Rules.

AND

WHEREAS according to the Memorandum No.20(1)-GA(P&T)/18(Part) dated 12-12- 2018 of the GA(P&T) Department, Government of Tripura a government servant shall be deemed to have resigned from the service if he is absent without authorization for a period of one year and it is also stated that if any employees is found to be unauthorizedly absenting himself for more than one year then action as per rules' should be taken for their deemed resignation.

NOW THEREFORE, Sri Monna Debbarma, Peon is directed to join his duty within 10(ten) days from the date of publication of this Notice otherwise it will be presumed that he is no longer interested to continue his service and it will be deemed to have resigned from the service.

ICA/D/837124

(Ratan Biswas,IAS)
Director,
GA(Printing and Stationery)Department.

PNIe-T No. 55/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2024-25

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system tender(s) from reputed resourceful Manufacturers / Authorized Sales & Service Dealer or Distributor having experience in similar nature of Air Conditioning works in Government/Government Undertaking Buildings and Service centre/Service Provider in Tripura for the following work:-

Sl. NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	BID FEE	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	Mtc. of PWD IB Room under Amarpur Division during the year 2023-24/SH:- GCI sheet, roofing works, finishing works, floor tiles, marble works, mtc. of doors & windows etc./Providing installation of AC in the PWD Inspection Banglow at Amarpur, Gomati Tripura.(2nd call) DNIeTNo.40/EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/2024-25.	Rs 2,26,530.00	Rs 4531.00	Rs 1000.00	30(thirty) Days	Up to 3:00 PM on 13/09/2024	At 3:30 PM on 13/09/2024

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/1522/24

Executive Engineer
Mechanical Division, PWD
Agartala

Walk-In-Interview

Applications are invited in plain paper for Walk-In-Interview for the engagement of Guest/Visiting Lecturer in the following subjects.
1. Bengali 2. English 3. Sanskrit Political Science 7. Sociology.
4. History 5. Education
6.
Interested Candidates are requested to appear before the interview board with all necessary testimonials in original and photocopies of the same on 23rd September 2024 at the office of the Principal-In-Charge, Govt. Degree College Panisagar, North Tripura at 11 AM.
Qualification:
1. At least 55% marks in Master's Degree (50% in case of SC/ST/PH & Ph.D degree Holder)
2. Priority to be given to the NET/SLET/Ph.D Degree Holder.
3. Persons earlier engaged as Guest / Visiting lecturers in this College need not face the interview, but have to submit their Bio-Data in interview board.
4. Allotment of Classes and Payment of the honorarium will be made as per Guidelines/Norms of the State Government.
All the appointments are on temporary basis.
Rs.500/- will be provided as honorarium for each class.
Maximum ceiling of Rs.20,000/- per month upto 30th November2024
ICA/D/830/54

(Dr.Souvik Bagchi)
Principal-In-Charge
Govt. Degree College Panisagar
Panisagar, North Tripura.

N.F.III-72/IGP/2020/2784-85
Dated, the 07 th...,2024.
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Scaled quotations are inviting from the bonafide, resourceful and reputed Contractors/Firms/Agencies/Enterprises of Tripura for hiring of 01(one) No. vehicle Model named- Maruti EECO (Petrol/CNG) in good condition & white
color as per DFPRT 2019 approved rate (i.e. detention charge @ Rs.700/- per day & fuel consumption charge for each vehicle is Rs.8/- per KM of petrol & CNG @
Rs.5/- per km) for usage in the office of the Inspector General of Prisons, Agartala for a period of 01 (one) year. The detail specifications, Terms & Conditions in this
regard are available in the office of the undersigned and may be collected on any working day from 11.00 AM to 3.30 PM by 09-09-2024. The quotations will be received on or before 23-09-2024 up to 3.00 PM in the Prisons Directorate, Agartala. The quotations received after 3.00 PM on the closing date will not be entertained.
ICA/C/1527/24

Inspector General of Prisons, Tripura.

PNIT NO: 06/ePNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2024-25, Dated-05/09/2024

The Executive Engineer, RD Amarpur Division, Amarpur, Gomati District, Tripura invites e-Tender from eligible bidders upto 3.00 PM of 17/09/2024 for 17(Seven) nos. Work Tenders. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in or contact through e-mail:- eerdamarpurdivision@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/ 1529/24

(Er. Md. Abul Hossain)
Executive Engineer RD
Amarpur Division

NOTICE INVITING QUOTATION

The Principal, College of Agriculture, Tripura invites Quotations in sealed envelope from authorized dealers / distributors / reputed firms having 5years minimum experience in Supplying & installation of one 2 ton Air Conditioner of quality branded for PFMS, HRMS Cell of College of Agriculture, Tripura. The maximum financial sealing is Rs. 70000/-(Seventy thousand) only including carrying, installation and all other taxes. The interested dealers / distributors / reputed firms may submit their financial documents and technical documents in a sealed cover on or before 20th September, 2024 to the undersigned office. The bidder must be a GST registered having valid PAN, Trade License, Income Tax clearance, dealing experience etc. and should submit all document along with the quotation. The authority reserves the right to accept or reject any quotation prior to AOC without assigning any reason thereof. The details technical specification etc can be obtain from College of Agriculture, Tripura during office hour from
04/09/2024 to 19/09/2024.
ICA/C/1633/24

(Prof. D. Sen)
Principal
College of Agriculture, Tripura
Lembucherra, West Tripura

PNIT NO: ePT16/EE/RD/KCP/DIV/2024-25
Dated 06.09.2024
e-Office Dispatch No. DIS/181141/2024

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 11.00 AM of 20.09.2024 for 01 (ONE) No. project under R.D. Kanchanpur Division during the year 2024-25. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7085862819 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.
ICA/C/1541/24

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division Kanchanpur, North Tripura

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

কোন ঘরে কেমন ভাবে সোফা সাজাবেন

বসার ঘরের সাজসজ্জা এমন হবে, যে ঘরে পা দিয়েই মন ভরে উঠবে অতিথিদের। বসার ঘর যদি বড় হয়, তা হলে বড়সড় নরম গদিওয়ালা সোফার কথাই আগে মনে পড়ে। কুশন টেনে এনে পা তুলে সেই নরম গদিতে গা এলিয়ে দিয়ে আড্ডা জমে উঠবে বেশ। তবে সোফা কিনলেই হল না। ঘরের আকার কেমন, ঘরের কোথায় কেমন আসবাব আছে, সব কিছু মাথায় রেখেই সোফা কেনা উচিত। ঠিকমতো গুছিয়ে আসবাব রাখতে পারলে, ঘরের সাজটাই বদলে যাবে। মনে রাখবেন, একই রকম সোফা কিন্তু সব ঘরে মানাবে না। তাই কোন ঘরে কেমন সোফা থাকবে তা জেনেবুঝে কেনাই ভাল।

বড় ঘরের মধ্যে একটি অংশই বসার জন্য নির্দিষ্ট করতে চাইলে, সেখানে সেকশনাল সোফা রাখা যায়। অর্থাৎ এক দিকে অন্তত তিন-চার এবং তার কোনাকুনি এক-দু'জনের বসার জায়গা। মাঝে রাখতে পারেন সেন্টার টেবিল।

মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরে একটা সময় পর্যন্ত সোফার বিলাসিতা তেমন ছিল না। বসার ঘরে বড় চৌকির উপর চাদর বিছিয়ে দেওয়া হত। সঙ্গে থাকত দু'একটি চেয়ার বা বেতের মোড়া। আস্তে আস্তে দিন পাল্টেছে। এখন চৌকির জায়গা নিয়েছে দামি খাট। বসার ঘর সেজে উঠেছে আরামদায়ক বিভিন্ন রকম সোফায়।

বসার ঘর কেমন হবে তার উপর নির্ভর করছে ঠিক কেমন সোফা কিনবেন। সে ক্ষেত্রে বসার ঘরের আকার ও মাপ বোঝা খুব জরুরি। যদি ঘর বড় ও চৌকো হয়, তা হলে ঘরের মাঝ বরাবর "এল" আকৃতির সোফা রাখা যেতে পারে। গদির সোফা যদি না হয়, তা হলে কাঠের সোফাও বেশ লাগে। তিন বা চার আসনের বড় একটি সোফা এবং তার দুই পাশে এক আসনের আরও দু'টি। মাঝে রাখুন কাচের সেন্টার টেবিল। সুন্দর গদি ও কুশন দিয়ে সাজিয়ে দিন সোফা।

দেওয়াল ঘেঁষে যদি সোফা রাখেন, তা হলে দেখবেন সেই দেওয়ালে সোফার ঠিক উপরেই যেন জানলা না থাকে। যদি জানলা থাকে তা হলে একটু সরিয়ে সোফা রাখুন। এখন অনেক আধুনিক সোফার ডিজাইন বেরিয়ে গিয়েছে। তবে পুরনো দিনের স্টাইল পছন্দ করেন অনেকে। সোফায় বাটালির খোদাই পছন্দ অনেকের। সে ক্ষেত্রে মেহগনি কাঠ ব্যবহার করাই ভাল। তবে মূল্য কিন্তু অনেকটাই বাড়বে।

স্লিপার সোফা আবার অন্য রকমের। সোফার তলাতেই থাকে আর একটি এক্সটেনশন। সেটি টেনে নিলেই সোফা পরিণত হয় খাটে। অর্থাৎ প্রয়োজন অনুযায়ী সোফাকে বদলে নিতে পারেন খাটে। সোফা কাম বেডও বলা যেতে পারে এটিকে।

সোফার উপর কেমন কভার পাতছেন বা কুশন রাখছেন, সেটিও কিন্তু জরুরি। মনে রাখতে হবে, সোফার রং যদি গাঢ় হয়, তা হলে কভারের রং হালকা হলেই ভাল লাগবে। হরেক মাপ ও আকারের কুশন এখন খুব চলছে। গোল, ত্রিকোণ, চৌকো ইত্যাদি জ্যামিতিক আকার ছাড়াও একফালি তরমুজ, স্ট্রবেরি, পেঁচা, মাছ বিভিন্ন রকমের কুশন কিনতে পাওয়া যায়। আরাম করে সোফায় বসার জন্য ''অল ফোম'' কুশন কিনতে পারেন। এই ধরনের কুশনের পেটের মধ্যে বেশি ঘনত্বের ফোম ব্যবহার করা হয়। কুশনের রঙও কিন্তু বাছাই করে নিতে হবে। বসার ঘরের দেওয়াল, পর্দা, সোফার রঙের সঙ্গে কুশনের রং যেন মানানসই হয়। পাশাপাশি সব একই রঙের কুশন না রেখে বিভিন্ন রঙের কুশন দিয়ে সাজাতে পারেন। দেখতে খুব ভাল লাগবে।

নিয়মিত শারীরচর্চা নানা রোগের হাত থেকে শরীরকে মুক্তি দেয়

নিয়মিত শারীরচর্চা নানা রোগের হাত থেকে শরীরকে মুক্তি দেয়। পেশায় চিকিৎসক ডা. ঈশান সেই পরামর্শই রোগীদের দিয়ে থাকেন। তবে দৈনন্দিন ব্যস্ত রুটিনে নিজের জন্য খুব বেশি সময় বার করতে পারেন না ডাক্তারবাবু নিজেই। এই সমস্যা অবশ্য ঈশানের একার নয়। আজকের ব্যস্ত জীবনযাপনে সময়ের সমস্যা অনেকেরই।

অন্য দিকে অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনে বাড়তি ওজন আর ফিটনেসের সমস্যাও রয়েছে। সমাধানের সহজ উপায় দিলেন ফিটনেস বিশেষজ্ঞ গুরুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সময় বাঁচাতে টাবাটা এক্সারসাইজ সবচেয়ে ভাল উপায়। এটি এক ধরনের হাই ইনটেনসিটি ইন্টারভ্যাল ট্রেনিং। ১৯৯৬ সালে টোকিয়োর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফিটনেস অ্যান্ড স্পোর্টসের গবেষক ডা. ইজুমি টাবাটা এবং তাঁর সহকারীরা এই বিশেষ এক্সারসাইজ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর নাম থেকেই এই শারীরচর্চার নামকরণ করা হয় টাবাটা। হাই-ইনটেনসিটি এই ট্রেনিং এরোবিক এবং নন এরোবিক দুই পদ্ধতিতেই কার্যকর।

টাবাটার নিয়মকানুন

হাই ইনটেনসিটি ইন্টারভ্যাল শারীরচর্চার প্রথম ধাপ হল টাবাটা এক্সারসাইজ। এটা খুব কঠিন না হলেও, এর কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। ২০ সেকেন্ড হাই ইনটেনসিটি শারীরচর্চার পর ১০ সেকেন্ডে বিশ্রাম খুবই জরুরি। তবে খেয়াল রাখতে হবে, শারীরচর্চা ২০ সেকেন্ডের বেশি এবং বিশ্রামের সময় ১০ সেকেন্ডের কম যেন একেবারেই না হয়। ২০ সেকেন্ড করে এ ক্ষেত্রে মোট আটটি হাই ইনটেনসিটি ব্যায়াম করা হয়। শরীরের উপরের অংশ, নিম্নাংশ অর্থাৎ হাত, পা এবং পেটের ব্যায়ামের দিকেই মূলত নজর দেওয়া হয়। প্রাথমিক ভাবে ২০ সেকেন্ড শারীরচর্চা এবং ১০ সেকেন্ড বিশ্রাম পদ্ধতি অনুসরণ করে আটটি ব্যায়াম সারতে সময় লাগে মোট চার থেকে পাঁচ মিনিট। চাইলে অবশ্য এই আট সেটের ব্যায়ামটি রিপিটেশনেও করা যায়। পরের দিকে অবশ্য ব্যক্তির ক্ষমতাবিশেষে সময় বাড়ানো যেতে পারে।

কী করবেন?

সাধারণত এই ২০ সেকেন্ডের ওয়ার্কআউটে কী কী ধরনের ব্যায়াম করতে হবে, তার কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। স্কোয়াট, পুশ-আপ, বার্পি, প্ল্যাঙ্ক, বাইসাইকেল টুইস্ট, জাম্পিং জ্যাক, সিট-আপ ইত্যাদি কার্ডিয়োভাসকুলার ফিটনেস এবং পেশির শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে এমন পছন্দসই যে কোনও ব্যায়ামই করতে পারেন।

গোড়ার দিকে প্রথমে স্কোয়াট দিয়ে শুরু করুন। একে একে পুশ-আপ, বার্পি, সিট-আপ সেরে আবারও ২০ সেকেন্ড করে করুন স্কোয়াট এবং পুশ-আপ। তার পর বাইসাইকেল টুইস্ট। শেষ করতে পারেন প্ল্যাঙ্ক কিংবা হাই প্ল্যাঙ্ক দিয়ে। প্ল্যাঙ্কে মূলত পায়ের পাতা ও কনুইয়ের উপর সমস্ত শরীরের ভার রাখা হয়। হাই প্ল্যাঙ্কে পায়ের পাতা ও হাতের তালুর উপর শরীরের ভার রাখা হয়। টাবাটা শুরুর পরে প্রায় ১৫-২০ দিন কেটে গেলে একটু বদল আনতে পারেন। সে ক্ষেত্রে প্রথম ২০ সেকেন্ড করতে পারেন জাম্পিং জ্যাক। তার পর একে একে স্কোয়াট, পুশ-আপ। বার্পির বদলে এখানে করতে পারেন মাউন্টেন ক্লাইম্বিং। এক্ষেত্রে লাফ দিয়ে দু' হাত সামনে এগিয়ে গিয়ে জগিং করে পিছিয়ে আসতে হয়। তার পর স্কোয়াট, বাইসাইকেল টুইস্ট সেরে ২০ সেকেন্ড হাই প্ল্যাঙ্ক করে শেষ করতে পারেন এক্সারসাইজ।

কারা করবেন না?

টাবাটা যে কেউই করতে পারেন। প্রশিক্ষক গুরুপ্রসাদ বলেন, "প্রয়োজনে শুরুর দিকে ধীরে ধীরে ব্যায়ামগুলি অভ্যাস করতে পারেন। পরে শরীর এক বার অভ্যস্ত হয়ে গেলে ধীরে ধীরে ঠিকই গতি বাড়বে।" তবে ব্যায়ামের গতি বাড়াতে গিয়ে কখনওই যেন শরীরে অতিরিক্ত চাপ না পড়ে, সে দিকে নজর রাখতে হবে। গর্ভাবস্থায় একেবারেই এ ধরনের হাই ইনটেনসিটি এক্সারসাইজ করা উচিত নয়। তা ছাড়া, কোনও শারীরিক সমস্যা বা শরীরে কোথাও কোনও চোট থাকলে এই ধরনের এক্সারসাইজ থেকে দূরে থাকুন। শ্বাসকষ্টের সমস্যা বা হার্টের সমস্যা থাকলে তা অতি অবশ্যই প্রশিক্ষককে জানিয়ে রাখতে হবে। প্রশিক্ষকের চেয়েও অনুশীলনকারী নিজের কতটা দম রয়েছে, তা সবচেয়ে ভাল বুঝতে পারেন। তাই সে দিকে সতর্ক থাকতে হবে।

মিউজিকের ব্যবহার

টাবাটাতে উতাহ বাড়াতে জুম্বা কিংবা এরোবিকের মতো আজকাল গানের ব্যবহার হচ্ছে। পছন্দের গান চালিয়ে তার তালে পা মিলিয়েও এই ধরনের শারীরচর্চা করা যায়। ফিটনেস প্রশিক্ষক গুরুপ্রসাদের মতে, "তবে অবশ্যই কোনও ধীর লয়ের গান বা রোম্যান্টিক গান চালালে চলবে না। এক্সারসাইজ করার উপযোগী কোনও মিউজিক বেছে নিতে হবে।"

টাবাটার উপকার

সময় সাশ্রয় তো বটেই একই সঙ্গে টাবাটার নানা উপকার রয়েছে। খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তনের কারণে, আজকাল বাড়তি ওজন একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডায়েটের পাশাপাশি অল্প সময়ে ওজন কমাতে এই টাবাটার জুড়ি নেই। যদিও মূল ধারার হাই ইনটেনসিটি ইন্টারভ্যাল ট্রেনিং অর্থাৎ এইচ আই আই টি এক্সারসাইজের চেয়ে ওজন কমাতে টাবাটা যে বেশি কার্যকর তা অবশ্য এখনও প্রমাণিত হয়নি, তবে এই ব্যায়ামের নিয়মিত অভ্যাসে মেটাবলিজমের হার বেড়ে যায়। পাশাপাশি হাই ইনটেনসিটি এই ব্যায়ামে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। স্ট্যামিনা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। হার্টের স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী। পাশাপাশি এটি ফুসফুসকেও সুস্থ রাখে। একই সঙ্গে পেশির শক্তি বাড়ায় এবং নমনীয় করে তোলে। কোর মাসলেরও উন্নতি হয়। পাশাপাশি টাবাটা মনঃসংযোগ এবং আইকিউ বাড়াতেও সহায়ক। তবে টাবাটাতে ঘড়ির কাঁটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

এই ধরনের শারীরচর্চায় যেমন সময় লাগে কম, তেমনই বিশেষ কোনও যন্ত্রপাতি কিংবা অধিক জায়গারও প্রয়োজন হয় না। মাত্র চার থেকে পাঁচ মিনিটের এই ব্যায়ামেই দিনভর নিজেকে ঝরঝরে লাগবে।

ব্যক্তিগত জীবনে অনুপ্রবেশ করছে পেশা?

১২ ঘণ্টা কাজ করার পর বাড়ি ফিরে আবার ল্যাপটপে মুখ গুঁজে বসে থাকতে হয়। কথা বলা তো দুরস্ত। বাড়ি ফিরে মুখ তুলে থাকানোর সময়টুকু থাকে না। খেতে খেতেও প্রায় সময়েই চোখ আটকে থাকে সমাজমাধ্যমের পাতায়। এই ধরনের কর্মসংস্কৃতিতেই অভ্যস্ত তরুণ প্রজন্ম। যার ফলে কাজ এবং ব্যক্তিগত জীবনে ভারসাম্য রাখা ক্ষমতা থাকছে না বেশির ভাগেরই। অল্পতে অধৈর্য হয়ে পড়া। পারিবারিক বিষয়ে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতাও দেখা যায় অনেকের মধ্যে। তবে মনোবিদেরা বলছেন, জীবনে বৈচিত্র থাকবেই। কোনও একটা কাজে মনোনিবেশ করার মানে অন্য সব দিকে ইতি টেনে দেওয়া নয়। পেশাগত এবং ব্যক্তিগত জীবনে ভারসাম্য রাখতে পারাই দক্ষ পরিচালকের গুণ। নিজের শখ-শৌখিনতা বজায় রেখে, পরিবারকে সময় দিয়েও কর্মক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব দেখানো যায়। তবে তার জন্য সাতটি অভ্যাস মেনে চলা জরুরি। ১) কাজের গুরুত্ব বুঝতে হবে কাজ এবং ব্যক্তিগত জীবনে ভারসাম্য রাখতে গেলে আগে যে কোনও কাজের গুরুত্ব বুঝতে হবে। অফিস হোক বা বাড়ি, কোন কাজটি আগে করা প্রয়োজন, তা বুঝতে পারলে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

২) যোগাযোগ ছিন্ন করতে হবে

গোটা বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার নানা ব্যবস্থা রয়েছে। যে কোনও বিষয়ে ''আপ-টু-ডেট'' থাকা ভাল। কিন্তু এই অভ্যাস ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে। শুধু সমাজমাধ্যমে ঘোরাফেরা করাই নয়, কাজের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট সময়ে নিজেকে বেঁধে ফেলতে চেষ্টা করুন।

৩) কোন সময়ে কী করবেন

২৪ ঘণ্টা বা গোটা একটা দিন, কে কী ভাবে কাজে লাগাবেন তার উপরেও অনেক কিছু নির্ভর করে। কেউ সপ্তাহান্তে একটা ছুটির দিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেন। আবার, কেউ সারা দিনের বিভিন্ন সময়ে ভাগ করে নানা ধরনের কাজ করেন। পরিবার, বন্ধুবান্ধবকে সময় দেওয়ার পরেও কেউ নিজের শখ পূরণ করার সময় রাখেন।

৪) কাজের আগে শরীর

স্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া, নিয়মিত শরীরচর্চা এবং পর্যাপ্ত ঘুম কাজ এবং ব্যক্তিগত জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখার মূলমন্ত্র। যতই ব্যস্ততা থাকুক না কেন, শরীরকে অবহেলা করা চলবে না।

৫) সম্পর্কের গুরুত্ব বুঝতে হবে

দীর্ঘ দিন একসঙ্গে কাজ করতে করতেও বন্ধুবান্ধবের জগতটৈরি হয়ে যায়। তবে পরিবার কিন্তু সব কিছুর আগে। সে কথা ভুললে চলবে না। তাই শত ব্যস্ততার মাঝেও কাছের সম্পর্কগুলির যত্ন নিতে হবে।

ঘুম থেকে উঠে ৫টি কাজ করলেই ওজন দ্রুত কমবে

বাড়তি ওজন মানেই শরীরে হাজার রকম রোগ বাসা বাঁধে। ফিট থাকতে রোগা হতে চান অনেকেই। তার জন্য পরিশ্রমও কম করেন না। জিমে যাওয়া, মেপে খাওয়াদাওয়া করা, হাঁটাহাঁটি, দৌড়ানো বিস্তর চেষ্টার পরেও অনেক সময় ওজন কমতে চায় না। অনেক ক্ষেত্রে ওজন কমলেও তা না কমারই মতো। ওজন কমানোর এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় তখন অনেকেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, সকালের কয়েকটি কাজের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে রোগা হওয়ার মন্ত্র। তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা: এক জন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের ৮ ঘণ্টা ঘুম যথেষ্ট। তার বেশি ক্ষণ হলে হজমের গন্ডগোল দেখা দিতে পারে। দেরি করে ওঠার ফলে নির্দিষ্ট সময় ধরে শরীরচর্চা করারও সুযোগ হয় না। দেরি করে ঘুম থেকে ওঠার ফলে প্রাতরাশও করা হয়ে ওঠে না অনেক সময়ে। তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়লে সময় নিয়ে ব্যায়াম, প্রাতরাশ সবই নিয়মমাফিক করা সম্ভব। ঈষদুষ্ণ লেবু-জল: এক গ্লাস ঈষদুষ্ণ গরম জলে লেবু মিশিয়ে খেয়ে সকাল শুরু করলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। বিশেষ করে রোগা হতে চাইলে গরম জল বেশ কার্যকর। শরীরের যাবতীয় দূষিত পদার্থ বার করে দিতে গরম জলের জুড়ি মেলা ভার। হজমেও সাহায্য করে গরম জল। শরীরচর্চা: না খেয়ে ওজন ঝরানোর চেয়ে পরিমিত খাবার খেয়ে শরীরচর্চা করে ওজন ঝরানো, বেশি স্বাস্থ্যকর। শরীরচর্চা ওজন কমানোর মোক্ষম অস্ত্র। রোগা হতে চাইলে সকালে উঠে অন্তত আধ ঘণ্টা সময় শরীরচর্চার জন্য বরাদ্দ করুন। জিমে গিয়ে ওজন নিয়ে শরীরচর্চা হোক কিংবা বাড়িতেই যোগাসন, সকালে উঠে যেটা করতে ভাল লাগে সেটাই করুন। জলখাবারে প্রোটিন: ওজন কমানোর সময়ে অনেকেই প্রোটিন ঠিক মতো খান না। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ভরপুর প্রোটিন আছে এমন খাবার অনেক ক্ষণ পেট ভরতি রাখতে সাহায্য করে। ফলে বার বার খাবার খাওয়ার প্রবণতা কম থাকে, খিদেও নিয়ন্ত্রণে থাকে। তাই প্রাতরাশে প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার রাখতে পারেন। বেশি করে জল খাওয়া: দিনের বেশির ভাগ সময়টা আমরা বাইরে থাকি। তখন বেশি করে জল খাওয়ার সুযোগ হয় না অনেক সময়ে। সকালে ওঠার পর বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে বেশি করে জল খেয়ে ফেলতে হবে। ওজন ঝরাতে চাইলে কিন্তু শরীরে জলের ঘাটতি হলে চলবে না। শরীরের বিপাকহার বৃদ্ধি করতে জলের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বিপাকক্রিয়া ভাল হলে তবেই ওজন ঝরার প্রক্রিয়া তরান্বিত হয়।

বর্তমানে কোলেস্টেরলের সমস্যা ঘরে ঘরে

বর্তমানে কোলেস্টেরলের সমস্যা খুবই বাড়ছে। বলা ভাল ঘরে ঘরে রয়েছে এই কোলেস্টেরলের রোগী। কোলেস্টেরল বাড়া মানেই সুগার, প্রেশার সবই বাড়বে চড়চড়িয়ে। কোলেস্টেরল বাড়লে রক্তচাপ বাড়ার এবং সেখান থেকে হৃদরোগের সম্ভাবনা থেকে যায়। আমাদের শরীরে ভাল আর খারাপ এই দুই রকম কোলেস্টেরলই থাকে। আর তাই সুস্থ থাকতে হলে বুঝেশুনে খাবার খেতে হবে। অতিরিক্ত ক্যালোরির খাবার খেলে চলবে না। রোজ শরীরচর্চা করতেই হবে। গোটা শস্য বেশি করে খেতে হবে। শরীরে ভাল আর খারাপ এই দুই রকম কোলেস্টেরল থাকে। খারাপ কোলেস্টেরল বাড়ার মূল কারণ হল খাদ্যাভ্যাস। রোজ রোজ মদ, মটন খেলে, আইসক্রিম, মিষ্টি, তেলের খাবার এসব বেশি খেলেই বিপত্তি। সেখান থেকে হতে পারে একাধিক সমস্যা। আর তাই আগে থাকতে সতর্ক থাকুন। গোটা শস্য নিয়ম করে খেলে ক্যানসার ও অন্য স্বাস্থ্য সমস্যাও থাকবে দূরে। সেই সঙ্গে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস থেকেও দূরে থাকা যাবে।কোলেস্টেরল কমাতে ফাইবার বেশি করে খেতে হবে। গোটা শস্য মানে আটা, সাদা ভাত, ময়দা এসব নয়। কুইনোয়া, ব্রাউন রাইস, ওটস এসব বেশি করে খান। এর মধ্যে ফাইবারের পরিমাণও অনেকটা বেশি। সেই সঙ্গে আয়রন, ভিটামিন বি, থায়ামিন, রাইবোফ্ল্যাভিন, নিয়াসিন, ফোলেট, ম্যাগনেশিয়াম, সেলেনিয়াম রয়েছে। আর তাই যা কিছু খাবেন নিয়ম করে- ব্রাউন রাইস-ব্রাউন রাইসের মধ্যে ফাইবার অনেক বেশি পরিমাণে থাকে। কাপ ব্রাউন রাইসের মধ্যে ৩ গ্রাম মতো ফাইবার থাকে।

ব্রণের সঙ্গে ফুসকুড়িও হচ্ছে! ঘরোয়া টোনারে মিলতে পারে সমাধান

বর্ষা মানেই ত্বকের হাজার সমস্যা। প্রবল ঘামে তেলচিটে হয়ে যায় মুখ। তার উপর ধুলো-ময়লা জমে মুখ কালচে হয়ে যায়। কারও আবার ব্রণের সমস্যা তো থাকেই! ত্বক তেলতেলে হয়ে গেলে সংক্রমণও বেড়ে যায়। আচমকা হয়তো দেখলেন, ত্বকের কোনও অংশে হালকা ব্যথা। একটু পরেই দেখা যাবে সেখানে বড় একটি ফুসকুড়ি উঠেছে।

কিন্তু এর থেকে মুক্তির উপায় কী! ক্লিনজিং, টোনিং ও ময়েশ্চারাইজিং যে কোনও মরসুমেই জরুরি। কিন্তু মরসুম ও ত্বকের সমস্যা অনুযায়ী উপকরণে বদল দরকার। বর্ষায় ত্বকের সমস্যার সমাধান করতে পারে ঘরোয়া টোনার।

পুদিনা পুদিনার মিষ্টি গন্ধ মনকে তরতাজা করে তোলে। এতে থাকে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল ও অ্যান্টি ফাঙ্গাল উপাদান। ত্বকের ছোটখাটো সংক্রমণ দূর করতে পুদিনা বিশেষ কার্যকর। ত্বকের যত্নে পুদিনা খুবই উপযোগী। তাই বর্ষায় র্যা শ, ফুসকুড়ি ও ব্রণের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পুদিনা পাতা দিয়ে তৈরি টোনার ব্যবহার করুন। বাজারচলতি নয়, বরং পুদিনা পাতা ধুয়ে জলে ১৫-২০ মিনিট ফুটিয়ে ছেঁকে নিন। জল ঠান্ডা হলে স্প্রে বোতল ভরে ব্যবহার করুন। রাস্তায় বেরিয়ে মুখ তেলতেলে হয়ে গেলে, স্প্রে বোতল থেকে কিছুটা পুদিনা টোনার মুখে দিয়ে তুলো দিয়ে মুছে নিতে পারেন। বা তুলো ছাড়াও পুদিনা টোনার মুখে সরাসরি স্প্রে করে নিতে পারেন।

কর্পূর ও গোলাপজল গোলাপজল শুষ্ক, তৈলাক্ত যে কোনও ত্বকের জন্যেই টোনার হিসাবে বহুল ব্যবহৃত। তবে মুখে ব্রণ বার্যানশের সমস্যা হলে গোলাপজলের সঙ্গে সামান্য একটু কর্পূরে গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। কর্পূর সংক্রমণ রোধে বিশেষ কার্যকর। ব্রণ থেকে এগিমা, ত্বকের বিভিন্ন সমস্যায় কর্পূর ব্যবহারের চল রয়েছে। এমনকি কালচে ভাব দূর করতেও কর্পূর সাহায্য করে। নিম টোনার ভেষজ গুণে সমৃদ্ধ নিমে রয়েছে ত্বকের ছোটখাটো সংক্রমণ দূর করার উপাদান। নিমে এমন অসংখ্য উপাদান রয়েছে, যা প্রদাহনাশক। এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। ধুয়ে রাখা নিম পাতা জলে ফুটিয়ে টোনার তৈরি করে নিন। স্প্রে বোতলে ভরে রাখুন ব্যবহারের সুবিধার জন্য। ঘরে মুখ পরিষ্কার করার পর নিম টোনার অবশ্যই ব্যবহার করুন। বিশেষত বর্ষার মরসুমে। গ্রীষ্মেও মুখে ফুসকুড়ি, ব্রণ হয়। এই ধরনের সমস্যা হলে নিম টোনার আদর্শ।

একা ঘুরতে ভালবাসেন?

নিজের সঙ্গে বা নিজেকে নিয়ে ঘুরতে যাওয়ার চল ইদানীং বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। নতুন নতুন জায়গায় ঘোরার নেশা যেমন থাকে, তেমন নিজেকে নতুন করে চেনার তাগিদও থাকে। তবে সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা বলছে, শুধু নিজেকে চেনা বা জানা নয়। একা একা ঘুরতে যাওয়ার পিছনে রয়েছে মনের মতো সঙ্গীকে খুঁজে পাওয়ার তাগিদও। সম্প্রতি এই বিষয়ে একটি অনলাইন ডেটিং অ্যাপের করা সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, অবিবাহিত ভারতীয়দের মধ্যে ৮৩ শতাংশই মনে করেন, ঘুরতে গিয়ে সঙ্গী খুঁজে পাওয়ার মধ্যে যে উত্তেজনা রয়েছে, তা আর অন্য কিছুর মধ্যে নেই। বাকি ৪১ শতাংশের মতে, এই সময়টিই সঙ্গীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে আদর্শ। একা একা ঘুরতে গেলে এমন নানা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়, যার মধ্যে দিয়ে আগে হয়তো কাউকে যেতে হয়নি। নতুন মানুষের সঙ্গে সেই সব নতুন অভিজ্ঞতার সাক্ষী হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না ভারতীয়রা। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, একা একা ঘুরতে যাওয়া দু'জন মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। হয়তো তাঁরা ভিনদেশের, হয়তো তাঁদের মাতৃভাষা আলাদা। তবু ভালবাসা বা মনের মিল খুঁজে পেতে সমস্যা হয়নি তাঁদের। ঘুরে আসার পর তাঁদের পথ আলাদা হয়ে গেলেও সেই সম্পর্ক থেকে গিয়েছে। তবে সকলের ক্ষেত্রেই যে অভিজ্ঞতা এমন সুখের হবে, তার কোনও মানে নেই। তাই যাঁর সঙ্গেই আলাপ হোক না কেন, প্রথম থেকেই নিজের চাওয়া পাওয়া বিষয়ে স্বচ্ছ হতে হবে। উল্টো দিকের মানুষটি আপনার থেকে কী চাইছেন, তা-ও বুঝে নেওয়া দরকার। সদ্য পরিচিত দু'টি মানুষ, নিজেরা নিজেদের কাছে কতটা উন্মুক্ত হবেন, সেই বিষয়েও স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। কয়েকটা দিন আনন্দঘন মুহূর্ত কাটানোর পর শেষটা যাতে বিষাদের না হয়, সে দিকেও খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

নেশামুক্ত হয়ে নতুন জীবন পেল ফার্মাসিস্ট যুবক

।। পারিজাত দত্ত।।

হতাশা, অর্থাভাব, সাংসারিক অশান্তি, অতিরিক্ত ভোগ-লিপ্সা, নাকি মনের জোর কমে যাওয়া, এর মধ্যে দায়ি কারণ কোনটা? নেশার আসক্তিতে বুঁদ হয়ে এক কল্পিত জগতের বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছে যুব প্রজন্মের একাংশ। এর কারণ যেমন খুঁজতে হবে, তেমনি এই নেশার কবল থেকে মুক্তি পেয়ে জীবনকে আবার নতুনভাবে শুরু করার অনুপ্রেরণা লাভ করাও জরুরী। সেক্ষেত্রে নরসিংগড়স্থিত মডার্ন সাইক্রিয়াটিক হাসপাতাল নেশামুক্তির আরোগ্য নিকেতন। যারা হেরোইন, ব্রাউন সুগার সহ বিভিন্ন নেশায় আসক্ত, এমন ২৬২ জন নেশামুক্ত হবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়মিতভাবে মডার্ন সাইক্রিয়াটিক হাসপাতালের ওএসটি ক্লিনিকে ওষুধ নিচ্ছেন। সেখানে চিকিৎসা করে এখন সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন বি ফার্মাসি পাশ এক যুবক, যিনি এখন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

সেই যুবক বলছিল, "যারা ভুল করে নেশাসক্ত হয়েছিল, পরে এই ওএসটি ক্লিনিকে এসে ওষুধ খাচ্ছেন, কিংবা খেয়ে ভাল হয়েছেন, তাদের কাছে এটি একটি মন্দিরের মত। কারণ, নেশা যারা করতেন তারা এখানে চিকিৎসা লাভ করে নতুন করে জীবনকে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।"

সেই যুবক বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। বাবা সরকারি চাকরি করতেন। মেধাবী ছাত্র। একাদশ শ্রেণীতে সে যখন পড়ে, তখন বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। তারপর উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে পাশ করল সে। ঠিক তখনই তার জীবন একটি বাঁক নিয়ে নিল। একটি শিক্ষিতা মেয়ে এল তার জীবনে। ঝোঁকের মাথায় কুড়ি বছর বয়সে বিয়েও করে ফেলল সে। এরপর বি ফার্মাসি কোর্স করতে বাইরে গেল। দু'বছরের মধ্যে পুত্র সন্তানের পিতাও হল। এরপর একের পর এক পারিবারিক ঝামেলাতে জর্জরিত হল সে। তখন সে যাকে বলে কাঠবেকার। রোজগার নেই। সন্ধ্যার পর শহরের প্রাণকেন্দ্রে আড্ডায় বন্ধুদের সান্নিধ্যে হতাশার কথা সে খুলে বলে একদিন। তখন তার রাত্রে দু'চোখে ঘুম আসে না। মাথার ভেতর বিজবিজ করে হাজারো দুশ্চিন্তা।মন ভালো নেই তখন তার। তখনই আড্ডার এক বন্ধু বুদ্ধি দেয় তাকে কৌটোর (হেরোইন) নেশা করার। পার্টি-ফার্টিতে, মদ্যপানে হাতে খড়ি হলেও তা অনিয়মিত। ধুমপানও করে না সে। কিন্তু দেখা গেল আড্ডার অনেকেই এই নেশা করে। তাকে তারাই হেরোইন কিনে নেশা করালো। নেশা করার পর মনে হত এক অন্য জগতে চলে গিয়েছে সে। নিয়মিত চলতে লাগলো নেশা। একদিন পার হলেই তখন তার মাথা কেমন করত, শরীর ছটফট করত, নেশার উপর আকর্ষণে সে তখন তলিয়ে যেতে শুরু করল। প্রতিদিন ফয়েল প্যাকে আগুন দিয়ে ধোঁয়া টেনে নিত সেই যুবক। প্রথমে দিনে এক-দু'বার, পরে বার বার 'শট' (ধোঁয়া টেনে) এর মাধ্যমে নেশা করতে হত। নিজের নেশার খরচ, বন্ধু বান্ধবদের নেশার খরচের যোগান দিতে হত প্রয়াশই। এত টাকা আসবে কোথা থেকে? কখনও কখনও দু'তিন দিনের খরচ হিসেবে কুড়ি হাজার টাকা একসঙ্গে মিটিয়েছে সে। সে জানিয়েছে, ২০২১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে এই নেশার পেছনে তার কুড়ি লক্ষ টাকা অপচয় হয়েছে।

সে এই নেশার খরচ যোগাতে বাড়িঘরের জিনিসপত্র, মায়ের সোনার গয়না চুরি করেছে। ঘরে যা পেত, তাই চুরি করে বিক্রি করত সে। টিভি সেট থেকে শুরু করে নগদ টাকা ইত্যাদি তো ছিলই, এমনকি বাবার বহু কষ্টে কেনা জমিও একদিন বিক্রি করল সে।

তার অবস্থা দেখে মা অতিষ্ঠ হয়ে পড়ল ধীরে ধীরে। এদিকে শরীর প্রতিশোধ নিতে শুরু করল। জ্বালাপোড়া সারা দেহে, যখন তখন মাথা-গরম, মাথার ভেতর যেমন কেমন কেমন করে তার। শ্বাসকষ্ট দেখা দিল। নেশা না করলে পেটে ব্যথা হত। রাতে ঘুমের মধ্যে পায়ে খিচুনি। বহুদিন ধরেই ছেলের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছিল না মা।

নেশাগ্রস্ত যুবকটি বুঝতে পারছিল যে তার ঘুরে দাঁড়াতেই হবে। মা-ই নিয়ে গেলেন ২০২১ সালে মডার্ন সাইক্রিয়াটিক হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ উদয়ন মজুমদারের কাছে। ২০১৮ সাল থেকেই সেখানে চালু রয়েছে ড্রাগস ট্রিটমেন্ট সেন্টার। ডাঃ উদয়ন মজুমদার নোডাল অফিসার সেন্টারের। তিনি তাকে কাউন্সিলিং করলেন। তিনি বললেন, রবিবার ছাড়া প্রতিদিন তাকে ড্রাগস ট্রিটমেন্ট সেন্টারে যেতে হবে। সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। তার কথায়, "আমার ছেলেটির দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল ঘুরে দাঁড়াতেই হবে।" প্রতিদিন সকালে নেশা মুক্তি কেন্দ্রে যেত সে। সেখানে বহির্বিভাগে ওএসটি ক্লিনিকের নার্সিং স্টাফ সানি সেনগুপ্ত তাকে চিকিৎসকের নির্দেশ অনুয়ায়ী ওষুধ খাইয়ে দিত। প্রতিদিন নিয়ম করে ওষুধ খেত সে। শুধু শনিবারে তার হাতে রবিবারের জন্য ওষুধ দিতে দিত তারা। শুরু হলো তার ঘুরে দাঁড়াবার লড়াই। নিয়ম করে প্রতিদিন সকালে নরসিংগড় যেত সে।

নেশা মুক্তি কেন্দ্রে নার্সিং স্টাফ ওষুধ খাওয়াতো তাকে। পাল্টে যেতে লাগল তার জীবন। ২০২২ সালে একটি নামকরা বেসরকারি কোম্পানিতে চাকুরি পেল সে। তারপরও প্রতিদিন গিয়ে ওষুধ খেত সো ভাল তাকে হতেই হবে। দেড় বছর টানা চিকিৎসার পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল সে। আর এই সর্বনাশা নেশা তাকে আকর্ষণ করতে পারে না। তার তছনছ হয়ে যাওয়া জীবনে তখন নতুন আশার কুঁড়িরা জেগে উঠেছে। তার শিশু সন্তান কবে যে বড় হয়ে গেছে, সে বলতেও পারে না। স্কুলপড়ুয়া ছেলেকে বুকে আঁকড়ে ধরল সে, ছেলেই এখন ধ্যান-জ্ঞান তার। জীবনের মানে কি তার কাছে স্পষ্ট এখন।তার কথায়, "কেউ যদি নিজে অনুভব করতে পারে যে সে ভুল করেছে, মনকে স্থির রাখতে পারে, তাহলেই সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে পারবে, ফিরে আসতে পারবে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে'। সে জানে এই সর্বনাশা নেশা তরুণ প্রজন্মকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। নেশা সামগ্রী বিক্রি করে একটা শ্রেণীর মানুষ ছারখার করে দিচ্ছে বহু মানুষের জীবন। যুবক বলল, নেশা মুক্তির কেন্দ্রে স্যাররা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, কাউন্সেলিং করাচ্ছেন। তবে হাসপাতালের ভেতরের পরিবেশ যেমন সুন্দর, আমাদের সমাজকেও তেমনি নির্মল রাখতে হবে'।

মডার্ন সাইক্রিয়াটিক হাসপাতালে ২০১৮ সালে চালু হওয়া ড্রাগসট্রিটমেন্ট সেন্টার ২০২৩ সালে রূপান্তরিত হয়েছে এডিকসন ট্রিটমেন্ট ফেসিলিটি (এটিএফ)তে। এখন এর নোডাল অফিসার ডা. দীপায়ন সরকার। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত ওপিওড সাবস্টিটিউশন থেরাপি প্রদান করার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। এই সেন্টারটিতে গিয়ে নেশামুক্ত হোক এ রাজের নেশাসক্ত যুবক- যুবতীরা, এটাই চায় এই নেশামুক্ত যুবক। সে এখন আলোর সহযাত্রী। অন্ধকার থেকে আলোর ঠিকানায় যাবার পথের সন্ধান সে পেয়ে গেছো সে চায় ওপিওড সাবস্টিটিউশন থেরাপি নেবার এই পথে হেঁটে নেশার করাল থাবা থেকে মুক্তি পান নেশাসক্ত যুবক যুবতীরা।

আর জি কর কাণ্ডের এক মাস অতিক্রান্ত, রাত নটায় ৯ মিনিটের জন্য মৌণমুখর প্রতিবাদ

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): একমাস অতিক্রান্ত। আন্দোলনের পথ থেকে পিছু হটে যাওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। সোমবার রাত ন" টায় মাত্র ৯ মিনিটের জন্য প্রতীকি মৌনমুখর প্রতিবাদ, এই কর্মসূচির আহ্বায়ক রাজ্য বামফ্রন্ট। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু এক বিবৃতিতে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন রাজ্য জুড়ে এই অভিনব মৌনমুখর প্রতিবাদে সামিল হতে চলেছে। নাগরিকদের মনে যে তীব্র ঘৃণা, ধিক্কার ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে এই কর্মসূচি তার প্রতিবাদ। ন্যায্য অধিকার আদায়ের দাবিতে সোচ্চার আপামর বাঙালি। দোষীদের শাস্তির দাবি ও ন্যায় বিচারের প্রশ্নে এই মুহূর্তে রাজপথে। গত একমাস ধরে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ও গণতন্ত্রকামী মানুষ সত্য ঘটনা ও প্রকৃত দোষীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে একজোট।

সুতরাং ওই সময়ে বিশেষ দরকার ছাড়া জরুরি ক্ষেত্র সব জায়গায় আলো বন্ধ রেখে কোনওরকম শব্দ না করে এবং প্রয়োজনে সমস্ত যানবাহনের আলো নিভিয়ে রাস্তার মধ্যেই চলাকালীন অবস্থায় এই প্রতিবাদে যোগদানের আহ্বান সর্বস্তরে।

উত্তর ২৪ পরগনায় শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খেয়ে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শতাধিক, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

স্বরূপনগর, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগরের শাড়াপুল নির্মাণ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাটাবাগান এলাকায় এক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ খেয়ে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন শতাধিক মানুষ। রবিবার রাতে এলাকার সুব্রত মণ্ডলের বাড়িতে আয়োজিত শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে প্রায় তিন শতাধিক মানুষ খাওয়া-দাওয়া করেন। এরপর থেকেই অনেকে ডায়রিয়ার উপসর্গ নিয়ে শাড়াপুল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হন। এ পর্যন্ত হাসপাতালে প্রায় ৪০ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন, যাদের মধ্যে শিশুরা এবং মহিলারাও রয়েছেন।

ডায়রিয়ার উপসর্গ নিয়ে আক্রান্তদের মধ্যে অনেকেই জানিয়েছেন, শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান থেকে খাওয়া-দাওয়া করে বাড়ি ফিরে আসার পরই পাতলা পায়খানা, বমি ভাব, গা ব্যথা এবং জ্বরে আক্রান্ত হন।

তবে এখনও পর্যন্ত এলাকায় কোনও মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন করা হয়নি, যা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

সোমবার শাড়াপুল গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক রাশেদ আলী জানিয়েছেন, 'ডায়রিয়ায় আক্রান্তদের মধ্যে বেশিরভাগেরই অবস্থা স্থিতিশীল, তবে কিছুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।' স্থানীয় স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং দ্রুত মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

নেতা হওয়ার জন্য নয়, সেবার মনোভাব নিয়ে সঙ্ঘে আসুন, স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশে ডাঃ ভাগবতের উপদেশ

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর : নেতা হওয়ার জন্য নয়, সেবার মনোভাব নিয়ে সঙ্ঘে আসুন। কলকাতায় রথীন্দ্র মঞ্চে আয়োজিত আলোকিত ক্লাসে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডঃ মোহন ভাগবত স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশ্যে ভাষণে ওই উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর কথায়, আপনি যদি সঙ্ঘে আসেন তবে সেবার মনোভাব নিয়ে আসুন। জাতির জন্য নিবেদিতপ্রাণ হন। আপনি যদি মনে করেন এখানে এসে আপনি নেতা হয়ে টিকিট পাবেন, তাহলে ভুলে যান। তিনি বর্ণ শুমারির বিষয়েও তার মতামত ব্যক্ত করেন। সংঘ প্রধান সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন যে আদমশুমারির তথ্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ব্যবহার করা উচিত। ভোটব্যাংকের রাজনীতির জন্য এই তথ্যগুলো যাতে অপব্যবহার না হয় তাও নিশ্চিত করতে হবে।

রবিবার রাতে সংঘের আধিকারিক এবং স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় তিনি বলেন, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ এবং সরকারী প্রকল্পের জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের তথ্যের প্রয়োজন হতে পারে।

তবে এই তথ্য যাতে রাজনৈতিক লাভের জন্য ব্যবহার না হয় তার নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

এদিন সঙ্ঘ প্রধান আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চলমান বিক্ষোভ নিয়েও আলোচনা করেছেন। তিনি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) একটি উদ্যোগ "মিশন সহস্য" উল্লেখ করেছেন, যা সমাজের প্রতিটি বিভাগের মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, দেশে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রোধে কঠোর আইন দরকার।

ডঃ ভাগবত শিক্ষা ব্যবস্থার ঔপনিবেশিক মানসিকতার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-এর আলোকে সামগ্রিক শিক্ষার 'উপনিবেশকরণ' করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, শিক্ষাব্যবস্থায় এমন পরিবর্তন আনতে হবে, যা আমাদের দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বোঝা ও এগিয়ে নিতে সহায়ক।

সরসঙ্ঘচালক 'জাতীয় স্বার্থ সর্বোপরি' এবং 'বসুধৈব কুটুম্বকম' নীতির উপর ভিত্তি করে সংঘের দৃষ্টিভঙ্গিও তুলে ধরেন। তিনি বলেছিলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে "স্ববোধ" (আত্ম-উপলব্ধি) বোধ থাকা উচিত এবং সমাজের প্রতিটি অংশ থেকে সংঘ এবং এর কাজ বোঝার চেষ্টা করা উচিত।

স্বাধীনতা সংগ্রামে সংঘের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করে ভাগবত সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ হেডগেওয়ার এবং ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর মতো অনুশীলন সমিতির নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের মধ্যে সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ডঃ হেডগেওয়ার কলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে থাকার সময় বিপ্লবীদের সাথে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

তিনি "ভারত ছাড়ো আন্দোলন"-এ সঙ্ঘের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেছেন।

সঙ্ঘ প্রধান ভাগবতও বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ১৯৪৩ হোক বা ১৯৭১, যখনই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, বাংলাদেশের হিন্দুরা ভারতে পালিয়ে এসেছে। এবারই প্রথম হিন্দুরা সেখান থেকে পালায়নি, সংগঠিত হয়ে রাস্তায় নেমেছে। এগুলো ভালো লক্ষণ।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের শক্তিশালী দল ঘোষণা

মুম্বই, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): চলতি মাসেই টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে ভারত আসছে নাজমুল হোসেন শান্তর বাংলাদেশ দল। ভারতের বিপক্ষে দুটি টেস্ট খেলবে বাংলাদেশ। ওই দুই টেস্টের প্রথমটির জন্য রবিবার রাতে স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। ১৬ সদস্যের দলকে নেতৃত্ব দেবেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা।ভারতের স্কোয়াড: রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), যশস্বী জয়সাওয়াল, শুবমান গিল, বিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুল, সরফরাজ খান, রিশভ পান্ত, ধ্রুব জুরেল, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, মোহাম্মদ সিরাজ, আকাশ দ্বীপ, জাসপ্রিত বুমরাহ, ইয়াশ দয়াল।

সুবিচারের দাবিতে উত্তর দিনাজপুরে ভোর দখল, গর্জে উঠলেন সাধারণ মানুষ

উত্তর দিনাজপুর, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আর জি কর কাণ্ডে সুবিচার চেয়ে রাত দখলের পর ভোর দখল করলেন উত্তর দিনাজপুর জেলার সাধারণ মানুষ।এক মাস কেটে গিয়েছে, এখনও বিচার মেলেনি অভয়ার। আর জি কাণ্ডের প্রতিবাদে রবিবার রাত এগারোটা থেকে সোমবার ভোর পর্যন্ত তাই অভয়ার বিচারের দাবিতে, মোমবাতি জ্বেলে, মিছিলে হেঁটে, পথ নাটিকার মাধ্যমে গর্জে উঠলেন সাধারণ মানুষ। আইনজীবী, চিকিৎসক, বিশিষ্ট খেলোয়াড় থেকে শুরু করে সমাজকর্মী, মনোবিদ-সহ সাধারণ সকলে এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই সুবিচারের দাবিতে সরব হন।

রাস্তা সংস্কারের নামে তোলা হয়েছে টাকা, চাঁচলে অভিযুক্ত তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত

চাঁচল, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সরকারি প্রকল্পে কাজ না করেই একাধিকবার টাকা তোলার অভিযোগ উঠেছে মালদার চাঁচলের তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত খরবা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অনুযায়ী, একই রাস্তা দেখিয়ে পাঁচবার টাকা তোলার মাধ্যমে প্রায় আট লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। এই বিষয়ে চাঁচল ১ নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বিরোধী দলনেত্রী সহ কংগ্রেসের সদস্যরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, খরবার নিচলামাড়ি এলাকায় পথশ্রী প্রকল্পের অধীনে জেজিবি ইটভাটা থেকে নিচলামাড়ি প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু হয় গত মার্চ মাসে। এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ছিল এক কোটি চোদ্দ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে বাকি থাকা অংশের সংস্কারের জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে পাঁচবারে মোট চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেই রাস্তায় শুধুমাত্র মাটি ফেলা হয়েছে এবং কোনও দৃশ্যমান উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়নি। এই অনিয়মের প্রতিবাদে স্থানীয়রা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাদের অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাহেনা পারভীন এই অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। অভিযোগকারীরা জানান, রাস্তার কাজ নিয়ে প্রশ্ন তুললে তাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। শুধু এই একটি প্রকল্প নয়, খরবার বিভিন্ন এলাকায় হাই মাস্ট লাইট, সাবমার্সিবল পাম্পসহ মোট ছয়টি সরকারি প্রকল্পে প্রায় আট লক্ষ টাকা দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। যদিও এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান। তিনি জানান, এই অভিযোগগুলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ভিত্তিহীন। তা সত্ত্বেও ঘটনাটি নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

আরএসএস সম্পর্কে জানতে হলে রাহুল গান্ধীকে অনেকবার জন্ম নিতে হবে : গিরিরাজ সিং

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। তিনি বলেছেন, আরএসএস সম্পর্কে জানতে হলে রাহুল গান্ধীকে অনেকবার জন্ম নিতে হবে। উল্লেখ্য, আমেরিকার টেক্সাসে একটি আলোচনা চক্রে রাহুল গান্ধী আরএসএস সম্পর্কে বলেন, 'আরএসএস বিশ্বাস করে ভারত একটি ধারণা এবং আমরা বিশ্বাস করি ভারত একটি বহুবিধ ধারণা। আমরা বিশ্বাস করি, জাতি, ভাষা, ধর্ম, ঐতিহ্য অথবা ইতিহাস নির্বিশেষে প্রত্যেককে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া উচিত, স্বপ্ন দেখার অনুমতি দেওয়া উচিত এবং স্থান দেওয়া উচিত।'রাহুলের এই মন্তব্যের সমালোচনা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং সোমবার বলেছেন,'তাঁর ঠাকুমার কাছে গিয়ে আরএসএস-এর ভূমিকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার কোনও প্রযুক্তি থাকলে, গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন অথবা ইতিহাসের পাতায় দেখুন। আরএসএস সম্পর্কে জানতে হল রাহুল গান্ধীকে অনেক জন্ম নিতে হবে। দেশদ্রোহীরা আরএসএস-কে চিনতে পারে না, যারা বিদেশে গিয়ে দেশকে বদনাম করে তাঁরা আরএসএস-কে চিনতে পারবে না। মনে হচ্ছে, রাহুল গান্ধী শুধুমাত্র দেশকে অপমান করতেই বিদেশে যান। এই জন্মে আরএসএস-কে বুঝতে পারবেন না রাহুল গান্ধী। ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ থেকে জন্ম আরএসএস-এর।'

মিজোরামে একে সিরিজের ৪৯৬টি তাজা কার্তুজ বাজেয়াপ্ত, গ্রেফতার দুই

আইজল, ৯ সেপ্টেম্বর : শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখার লক্ষ্যে মিজোরামে নিরাপত্তা বাহিনী প্রয়াস জারি রেখেছে। এরই অঙ্গ হিসেবে মিজোরামে নিরাপত্তা বাহিনী প্রচুর সংখ্যক তাজা কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করেছে। সাথে দুইজনকে গ্রেফতার করেছে।

সূত্রের খবর, বিএসএফ এবং মিজোরাম পুলিশ গোপন তথ্যের ভিত্তিতে যৌথ অভিযানে নেমে আইজল থেকে বিপুল পরিমাণ তাজা কার্তুজ উদ্ধার করেছে। রবিবার ওই অভিযানে একে সিরিজের মোট ৪৯৬টি তাজা কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গুলিসহ দুইজনকে আটক করা হয়েছে। তবে দুজনের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। সূত্রের দাবি, ওই কার্তুজ কোথাও নেওয়া হচ্ছিল, সে-বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। তবে, ধৃত দুইজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

হিমাচল প্রদেশে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই

সিমলা, ৯ সেপ্টেম্বর : প্রকৃতির তান্ডব থেকে আপাতত নিস্তার পাবে হিমাচল প্রদেশ। ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, আবহাওয়া দফতর এমনই পূর্বাভাস জারি করেছে। প্রসঙ্গত, হিমাচল প্রদেশে সেপ্টেম্বর মাসে গত কয়েকদিনে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়েছে। আগামী দিনে বর্ষার ধীরগতির কারণে মুষলধারে বৃষ্টি থেকে স্বস্তি পাবে মানুষ। চলতি সপ্তাহে কম বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

আবহাওয়া কেন্দ্র সিমলার জারি করা পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ অর্থাৎ সোমবার থেকে বর্ষার গতি কম হবে। ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের বিচ্ছিন্ন জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে কোনো সতর্কতা বা সতর্কতা জারি করা হয়নি। সোমবার সকাল থেকেই রাজধানী সিমলা সহ রাজ্যের বেশিরভাগ জায়গায় রোদ ঝলমল করছে। রোববার সন্ধ্যা থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টি হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে, সোলান জেলার কাসৌলিতে সর্বোচ্চ ২৫ মিমি, সিমলায় ১৮, জুব্বারহাট্টিতে ১৬, কুফরিতে ১৩, কাহু এবং নৈনাদেবীতে ১২-১২, সোলানে ৮, ধরমপুর ও বিজাহীতে ৩-৩ এবং কান্দাঘাটে ২ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। এবার রাজ্যে মৌসুমি বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের চেয়ে ২১ শতাংশ কম হয়েছে। ২৬ জুন রাজ্যে বর্ষা এসে পড়ে। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে বর্ষা বিদায় নেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নাইজেরিয়ায় জ্বালানি বোঝাই ট্যাঙ্কারে বিস্ফোরণ, কমপক্ষে ৪৯ জনের মৃত্যু

নাইজার, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নাইজেরিয়াযর নাইজারের ব্যস্ত মহাসড়কে একটি জ্বালানী বোঝাই ট্যাঙ্কার বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৪৮ জন নিহত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় জরুরি ব্যবস্থাপনা সংস্থার প্রধান আবদুল্লাহ বাবা-আরাহ সাংবাদিকদের বলেন, বিদা-আগাই-লাপাই মহাসড়কের পাশে গবাদি পশু বোঝাই একটি ট্রাকের সঙ্গে ট্যাঙ্কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়, যার ফলে ট্যাঙ্কারটিতে আগুন লেগে সেটি বিস্ফোরিত হয়।

আইনশৃঙ্খলা ইস্যুতে সমাজবাদী পার্টি ও বিজেপি মাসতুতু ভাই, বিঁধলেন মায়াবতী

লখনউ, ৯ সেপ্টেম্বর : সুলতানপুর জেলার এনকাউন্টার মামলায় বহুজন সমাজ পার্টির (বিএসপি) সর্বভারতীয় সভানেত্রী মায়াবতী সমাজবাদী পার্টি(এসপি) এবং বিজেপিকে এক আসনে বসিয়ে বিঁধেছেন। আইনশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে তিনি বিজেপি ও এসপিকে মাসতুতু ভাই বলে কটাক্ষ করেছেন।

সামাজিক মাধ্যমে বার্তায় মায়াবতী লিখেছেন, সুলতানপুর জেলায় এনকাউন্টারের ঘটনার পরে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে বিজেপি এবং এসপির বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগ করা হচ্ছে। অপরাধ, অপরাধী ও জাত-পাতের নামে জোরপূর্বক রাজনীতি করা হচ্ছে। অথচ এই দুই দলই চোরে-চোরে মাসতুতু ভাইয়ের মতো। অর্থাৎ বিজেপির মতো এসপি সরকারেও আইনশৃঙ্খলার অবস্থা বহুগুণ খারাপ ছিল। জনগণ ভুলে যায়নি যে দলিত, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী, দরিদ্র ও ব্যবসায়ী ইত্যাদিকে প্রকাশ্য দিবালোকে এসপি গুন্ডা ও মাফিয়ারা লুটপাট ও মারধর করেছে। তিনি আরও লেখেন, যেখানে উত্তরপ্রদেশে, 'আইনের শাসন' আসলে বিএসপির শাসনের অধীনে ছিল। জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য ছাড়াই মানুষকে ন্যায়বিচার দেওয়া হয়েছে। কোন ভুয়া এনকাউন্টার ইত্যাদি ছিল না। তাই বিজেপি ও এসপির আইনি শাসনের নাটক সম্পর্কে সকলকে সচেতন হতে হবে।

ন্যাশনাল কনফারেন্স ও কংগ্রেসের জোট নীতির ওপর ভিত্তিশীল নয় : মেহবুবা মুফতি

শ্রীনগর, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচনে জোট করে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস ও ন্যাশনাল কনফারেন্স। এই জোটের সমালোচনায় সোচ্চার হলেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পিডিপি প্রধান মেহবুবা মুফতি। তাঁর মতে, ন্যাশনাল কনফারেন্স ও কংগ্রেসের জোট নীতির ওপর ভিত্তিশীল নয়।সোমবার পিডিপি প্রধান মেহবুবা মুফতি বলেছেন, 'আমি যখন বিজেপির সঙ্গে জোটে ছিলাম, তখন পিডিপি এবং জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের এজেন্ডা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু যখন এনসি (ন্যাশনাল কনফারেন্স) বিজেপির সঙ্গে জোটে ছিল, তাঁরা নিজেদের এজেন্ডা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আমি আগেও বলেছি, এনসি-কংগ্রেস জোট নীতির উপর ভিত্তি করে নয়, যদি তা নীতির ভিত্তিতে হত, ১৯৮৭ সালের নির্বাচনের সময়...তাঁরা জম্মু ও কাশ্মীরকে রক্তের নদীতে ঠেলে দিত না। ১৯৮৭ সাল থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে এখনও রক্তের নদী প্রবাহিত হচ্ছে, এর পিছনে কারণ হল এনসি-র কর্মকাণ্ড... তারা সরকার গঠনের জন্য যে কোনও কিছু করতে পারে। সব জায়গা থেকে, এনসি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থী দিয়েছে, যেভাবে তারা লাদাখে করেছিল।'

সোমবার আগরতলায় গুনেশ চতুর্থীর দিনে ছিলো পূজার্চার ধুম। নিজস্ব ছবি।

উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৯ সেপ্টেম্বর: ধর্মনগরে বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য ও সদস্যাগণ সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেছেন। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য ও সদস্যাগণের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। এ সময় মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, গ্রাম উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের সচিব সন্দীপ রাঠোর, উত্তর জেলার জেলা সমাহর্তা দেবপ্রিয় বর্ধন, পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী এবং বিধায়ক যাদব লাল দেবনাথসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীরা মনোমুগ্ধকর উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। ১৭ জন নবনির্বাচিত জেলা পরিষদ সদস্যকে শপথ বাক্য পাঠ করান পঞ্চায়েত বিভাগের ডিরেক্টর প্রসুন দে। শপথ গ্রহণ শেষে সদস্যদের মধ্যে আলোচনা করে জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি নির্বাচন করা হয়। অপর্ণা নাথ সভাধিপতি এবং ভবতোষ দাস সহকারী সভাধিপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। তাঁদের শপথ বাক্য পাঠ করান গ্রাম উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের সচিব সন্দীপ রাঠোর।

শপথ গ্রহণের পর সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়, যা তাঁদের দায়িত্বের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি হিসেবে প্রদান করা হয়।মন্ত্রী সান্তনা চাকমা এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন এবং নবনির্বাচিত সদস্যদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

ত্রাণ বিতরণ

● আটের পাতার পর

পরিচালিত হয়। নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন এলামনির একটি ছয় সদস্যের দল দুই এলাকায় গিয়ে এই ত্রাণ বিতরণের দায়িত্ব পালন করে। নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন এলামনি ভবিষ্যতেও সাহায্য প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আরও ত্রাণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা রয়েছে।

দিতে বলল

● প্রথম পাতার পর

লাগাতে হবে। পুরুষ ও মহিলা চিকিৎসকদের জন্য পৃথক বিশ্রামকক্ষের ব্যবস্থা করতে হবে। এবং সেই কাজের অগ্রগতি দ্রুত হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে নজর রাখতে হবে জেলা শাসকদের।

প্রধান বিচারপতি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার হলফনামা দিয়ে জানিয়েছে যে হাসপাতালের নিরাপত্তা পরিকাঠামো বাড়াতে তহবিল অনুমোদন করা হয়েছে। আমরা চাইছি তা দিয়ে দ্রুত কাজ শুরু হোক।

খেল যুবক

● প্রথম পাতার পর

শুরু করলে ওই যুবক মোবাইল মাটিতে ফেলে দেয়। এদিকে হাসপাতালের বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীরা তাকে আটক করে। সেখানেই অতিউৎসাহিত জনগন ওই যুবককে বেধড়ক মারধোর করে রক্তাক্ত করে।এদিকে আটককৃত যুবকের দাবি, সে ডাক্তার দেখাতে এসেছিল। তার কাছ থেকে মোবাইল পাওয়া যায়নি। তাকে আটক করে মারধোর করেছে প্রত্যক্ষদর্শীরা। তার কোনো দোষ নেই। ঘটনায় ক্ষণিকের জন্য উত্তপ্ত হয়ে উঠে হাসপাতাল চত্বর।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

"কারও বিরুদ্ধে কেস দিইনি", মুখ্যমন্ত্রীর কথায় কটাক্ষ শিল্পীর

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): "কারও বিরুদ্ধে কেস দিইনি বলে সেটাকে দুর্বলতা ভাববেন না""। এই বলে সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবাদী চিকিৎসকদের উদ্দেশে বলেন, "কথা বলতে চাইলে জানানো হোক'। এর প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন শিল্পী সমীর আইচ। সমীরবাবু সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে বলছি উনি কি বুঝতে পারছেন না? আপনি কি এখনও বুঝতে পারছেন না যে আপনার উপদেশ বলুন বা জ্ঞান কেউ শুনতে চাইছে না। আর নিতে পারছে না। অনেক হয়েছে অনেক। ঈশ্বর না করুক আপনার পরিবারের সঙ্গে কোনও মহিলার সঙ্গে এই একই জিনিস হত আপনি পারতেন তো উৎসবে যোগ দিতে? আর জি করের মেয়েটি আমাদের বাংলার সন্তান। প্রত্যেকের মেয়ে। মানুষ কবে উৎসবে ফিরবেন সে ভাবনা আপনি ছেড়ে দিন। আপনার এই চালাকি মন্তব্য আপনি ত্যাগ করুন। বাংলার মানুষ মন থেকে আর আপনাকে চাইছে না।"

কাজে ফেরা ও হাসপাতাল প্রশাসন নিয়ে ব্যাখ্যা মুখ্যসচিবের

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সোমবারনবান্নের সভাঘরে প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে একাধিক বিষয় তুলে ধরেন তিনি। এর পর নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী এবং রাজ্যপুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজি রাজীব কুমার। ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

মুখ্যসচিব সেখানে বলেন, "হাসপাতালের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যসচিব। তিনি আরও জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" একই সঙ্গে তিনি বলেন, "হাসপাতালগুলির নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থাও আছে। সেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হবে।"মুখ্যসচিব বলেন, "সুপ্রিম কোর্ট তার পর্যবেক্ষণে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার কথা বলেছে। আমরা সে কথা মাথায় রেখেই আমরা ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য ভবনের মাধ্যমে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছি। সিসিটিভি, আলো, রেস্টরুম, ওয়াশরুম ইত্যাদি বিভিন্ন রকম পরিষেবার জন্য খরচ করা হবে। সাত দিনের মধ্যে কাজ শুরু করে দেব।"মনোজবাবু বলেন, "যাঁরা আন্দোলন করছেন, তাঁদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি রয়েছে। আমরা চাইছি, বন্ধু বা ভাইবোন হিসাবে ওঁরা যেন আবার কাজ শুরু করেন।"সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে সুপ্রিম কোর্ট এবং মুখ্যমন্ত্রীর কথা উল্লেখ করে আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফেরার আহ্বান জানান মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের। তিনি বলেন, "সুপ্রিম কোর্ট সকলকে কাজে ফিরতে বলেছে। এ-ও বলেছে, কাজে ফিরলে সকলে উপকৃত হবেন। কাল পাঁচটার মধ্যে যাতে জুনিয়র ডাক্তারেরা কাজে ফেরেন তা নিয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রীও অনুরোধ করছেন। আমরা একই কথা বলছি।"

বিদেশে গিয়ে দেশের বদনাম রাহুলকে নিশানা বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারির

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মার্কিন মুলুকে পাড়ি দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। আমেরিকায় এক আলোচনা চক্রে তিনি দেশের বদনাম করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই নিয়ে বিজেপি নেতারা রাহুলকে পাল্টা জবাব দিতে শুরু করেছেন।

এদিন বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি রাহলকে নিশানা করে বলেন, উনি সব জায়গাতে গিয়েই ক্ষমতা না থাকার কারণে কান্নাকাটি করেন। রাজ পরিবারের সদস্য উনি, ফলে সারাক্ষণ ক্ষমতার ক্ষিদে তাঁর মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তাই বলে দেশের বাইরে গিয়ে সেখানেও ভারতের অপমান করবেন সেটা মেনে নেওয়া যায় না। মনোজ আরও বলেন, কখনও কি জর্জ বুশ, বিল ক্লিন্টন, ডোনাল্ড ট্রাম্প বা জো বাইডেনরা বিরোধী নেতা থাকাকালীনও দেশের বাইরে গিয়ে আমেরিকার নিন্দা করেছেন? তাঁরা করেন না, কিন্তু রাহুল গান্ধী এসব বোঝেন না।

পূর্ব পিলাকে

● প্রথম পাতার পর

সকালে বিরন্ত ত্রিপুরা (৩০)। বিরন্ত ত্রিপুরার সহধর্মীনি শ্যামা ত্রিপুরা (২৪), ৩ বছরের সন্তান আলিসা ত্রিপুরার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং। তিনি ঘটনার সুষ্ঠতদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

স্থানীয়দের

● প্রথম পাতার পর

এই রাস্তা অবরোধ করে স্থানীয় জনতা।

স্থানীয় জনতা জানায় তাদের এই অভিযোগে দপ্তর এবং স্থানীয় নেতৃত্ব কেউ পাত্তা দেয়নি। রাস্তা অবরোধের কারণে রাস্তার দুপাশে যান জটের লম্বা লাইন হয়। এদিকে ঘটনা খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছায় ধর্মনগর থানার পুলিশ। ধর্মনগর থানার পুলিশের হস্তক্ষেপে এই অবরোধ মুক্ত হয়।

শোক

● প্রথম পাতার পর

প্রয়াণে আমি গভীর ভাবে মর্মাহত।

তিনি আরও বলেন, আমি বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছি এবং শোকাহত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা ব্যক্ত করছি।

আত্মঘাতী স্বামী

● প্রথম পাতার পর

বার তার স্বামী নিতে গেলে সে বাড়িতে ফিরে যাবে না বলেন। তারপর গত বৃহস্পতিবার সে আমতলীর সুমন দাস নামে এক ছেলের সাথে পালিয়ে যায়।

আরও জানা গিয়েছে, তাতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন স্বামী রাকেশ দাস। স্ত্রীর পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি সে মানতে পারছিলেন না। গত শনিবার সে বিষপান করে আত্মহত্যা পথ বেছে নিয়েছেন।

জওয়ানের

● প্রথম পাতার পর

বিওপি সংলগ্ন ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তে। সংবাদ সূত্রে জানা যায়, ওই বিএসএফ জওয়ান সীমান্তে ডিউটিরত অবস্থায় ছিল। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নতুন ব্র্যান্ডের বিপণন দূত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ সর্বত্র। বিশ্ব ইভি দিবস কে সামনে রেখে কলকাতায় সোমবার এক অনুষ্ঠানে ইভি অর্থাৎ ইলেকট্রিক ভেহিকেল নিয়ে প্রচারের ফাঁকে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা বাংলার অন্যতম ক্রিকেট তারকা পরিবেশ বান্ধব গাড়ির হয়ে সওয়াল করেছেন। এই শহরের এক পাঁচতারা হোটেলে ছিল বর্ণময় অনুষ্ঠান। আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠীর নতুন সংস্থা রফি কস্মিক ইভি খোলাবাজারে দু চাকার আধুনিক ও সময় উপযোগী ক্রেতা সাধারণের সুবিধামত গাড়ি উপহার দিয়েছে। এই মুহূর্তে জ্বালানি সমস্যা তুঙ্গে।

তিয়াশ দেবনাথ ত্রিপুরার ১৭ বছর বয়সী যুবক দিল্লিতে আলে ক্লাব মিস্টার টিন ইন্ডিয়া এক্সউবারেন্ট ২০২৪ এর খেতাব জিতেছেন। এটি একটি জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা ছিল। এই প্রতিযোগিতায় চলচ্চিত্র তারকা আইয়ুব খান, পূজা ব্যানার্জি, সম্বিতা বোস, শাহবাজ খান, ইমরান খান, স্টেফি প্যাটেল বিচারক ছিলেন এবং প্রধান অতিথি ছিলেন আরবাজ খান। গত ৩১ আগস্ট নয়াদিল্লির পাম গ্রিন হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গ্রেপ্তার ৩

● প্রথম পাতার পর

রাস্তা আটকে একটি চার চাকার গাড়ি তাদের মোটরসাইকেলের সামনে এসে থামে। কিছু লোক গাড়ি থেকে নেমে কোনো কথা না বলেই সাংবাদিকদের বেধড়ক মারধর শুরু করে।

ইতিমধ্যেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আগরতলা পূর্ব থানায় একটি এফআইআর লিপিবদ্ধ করেছেন আক্রান্ত সাংবাদিকরা। ঘটনার সময় সাংবাদিক প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য্য, মিহির লাল সরকার, প্রণব শীল এবং অন্যান্য জুনিয়র সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

তারা জানিয়েছেন, রবিবার রাত ১টা থেকে ১টা ১৫ মিনিট নাগাদ মোটর স্ট্যান্ড থেকে মঠ চৌমুহনী যাওয়ার পথে তাদেরকে আক্রমণ করে দুষ্কৃতীরা। হামলাকারীদের মধ্যে সুকান্ত দেবনাথ (ওরফে নিশান), আকাশ বণিক এবং সৌরভ ভট্টাচার্য্যকে শনাক্ত করতে পেরেছেন। তাদের সঙ্গে যে গাড়িটি ছিল সেটা হল টিআর০১- বি - ৪০৭৫৩। দুর্বৃত্তরা তাদের থেকে নগদ টাকা ও একটি সোনার চেইনও ছিনিয়ে নিয়েছে বলে জানিয়েছেন আক্রান্ত সাংবাদিকরা। এই আক্রমণের ফলে সাংবাদিকদের দুটি মোবাইল ও ক্যামেরাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

সোমবার ডেপুটেশন শেষে অ্যাসেম্বলি অফ জার্নালিস্ট - এর সাধারণ সম্পাদক এবং সিনিয়র সম্পাদক শানিত দেবরায় বলেছেন, "প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য্য, প্রণব শীল এবং মিহির লাল সরকার রাজ্যের মিডিয়া শিল্পের পরিচিত মুখ। তাদের সঙ্গে কয়েকজন জুনিয়র রিপোর্টারও ছিলেন। তারা প্রাপ্ত কিছু তথ্য যাচাই করতে যাচ্ছিলেন। আচমকা কিছু মোটরসাইকেল ও গাড়িতে থাকা দুর্বৃত্ত এসে তাদের মারধর শুরু করে। এটা গ্রহণযোগ্য নয়। ঘটনার পরপরই পুলিশ গাড়ির চালককে আটক করেছে এবং ঘটনাস্থল থেকে গাড়িটি জব্দ করেছে। আমরা আশা করি যারা এ ধরনের অপরাধে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা নেবে।"

রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদের হুমকি দিয়ে ত্রিপুরা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি প্রণব সরকার বলেন, "আমাদের রাজ্যের সংবাদ মহল বারবার আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। নিহত হন দুই সাংবাদিক। একটি সংবাদপত্রের অফিসে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।' অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন না করলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

অবরোধে ছাত্রছাত্রীরা

● প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এবং শিক্ষার হাল ফেরাতে বিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী প্রথমে দুজন শিক্ষককে লাইব্রেরী কক্ষে রেখে তালা ঝুলিয়ে দেয়।তারপর সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা বক্সনগর থেকে সোনামুড়া যাওয়ার সড়ক অবরোধ করেন। টানা তিন ঘন্টা অবরোধ চলে। শত শত বাইক এবং গাড়ি আটকে যায়। পথচারীদের দুর্ভোগে পড়তে হয়।

তারপর ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন রুখতে ছুটে আসেন ব্লক শিক্ষা আধিকারিকের পক্ষ থেকে দুই জন শিক্ষক এবং কলমচৌড়া আরক্ষা কর্মীরা। ব্লক শিক্ষা আধিকারিকের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদের বলা হয় যে, বিদ্যালয়ের সমস্ত সমস্যা নিয়ে লিখিতভাবে দপ্তরকে জানানোর জন্য। সেই অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রী ও এলাকার অভিভাবকরা লিখিতভাবে সমস্যাগুলি ব্লক শিক্ষা আধিকারিকের কাছে প্রেরণ করেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি, বিদ্যালয়ে মোট ১৬৫ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ৬ জন থাকলেও প্রতিদিন দুজন করে উপস্থিত থাকেন।একজন মাতৃত্বকালীন ছুটিতে আছেন। শিক্ষিকা ঋষিকা কর্মকার দপ্তরের নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে দুমাস ধরে স্কুলে আসেননি। অতিসত্বর এই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা দাবি করেন। প্রধান শিক্ষক শান্তা মনি দেববর্মার বিরুদ্ধে রয়েছে ভুরি ভুরি অভিযোগ। তিনি সপ্তাহে দুদিন স্কুলে আসেন। এমনি অভিযোগ ছাত্রছাত্রী ও এলাকাবাসীদের।

অতি দ্রুত প্রধান শিক্ষকের বদলির দাবি করেন অবরোধকারী ছাত্রছাত্রীরা। তাছাড়া শিক্ষক আব্দুল মুমিনের বিরুদ্ধেও রয়েছে গুরুতর অভিযোগ। কয়েক বছর ধরে নবম এবং দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের টাকার বিনিময়ে উত্তীর্ণ করার অভিযোগ রয়েছে গুণধর শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এক ছাত্রকে মোবাইল ফোন দিলে ভালো নম্বর দিয়ে পাস করিয়ে দিবে বলে ফোন করে বলেন। যার প্রমাণ হিসেবে অডিও রেকর্ডিং রয়েছে। এছাড়া ছাত্রীদের সঙ্গে অশ্লীল ব্যবহার সহ বিভিন্ন কুপ্রস্তাবের অভিযোগ রয়েছে স্মার্ট শিক্ষক আব্দুল মোমিনের বিরুদ্ধে।

অবরোধকারী ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় নেমে গ্রেফতারের দাবি করেন আব্দুল মুমিনের বিরুদ্ধে। তাছাড়া রয়েছে স্কুলের মধ্যকালীন অর্থাৎ মিড ডে মিলের অব্যবস্থা। প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব রয়েছে এই মিড ডে মিল। সরকারি নিয়মকে বৃদ্ধা আঙ্গুল দেখিয়ে যেমন খুশি তেমন মিড ডে মিল প্রদান করে স্কুল। মিড ডে মিলের রান্নাঘরের অবস্থা খুবই বিপদজনক। তাই প্রধান শিক্ষক শান্তা মনি দেববর্মা এবং শিক্ষক আব্দুল মোমিনকে অবিলম্বে বদলি করে শাস্তির দাবি করেন ছাত্র-ছাত্রীরা এবং কলমচৌড়ার অভিভাবক মহল।ছাত্রছাত্রীরা এক সপ্তাহ বেঁধে দিয়ে আন্দোলন উঠিয়ে নেন। এই সমস্ত সমস্যা সমাধান না হলে আগামীদিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে বলে জানান ছাত্রছাত্রীরা। এখন দেখার সংশ্লিষ্ট শিক্ষা দপ্তর ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনে সাড়া দিয়ে কি ভূমিকা গ্রহণ করেন।।

তিনজন নোডাল অফিসার নিয়োগের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) রাজ্য সচিবালয় নবান্নের লাগোয়া সভাগৃহে সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হয় প্রশাসনিক বৈঠক। প্রথমতঃ বার্ড ফ্লু-র প্রকোপ এড়িয়ে চলতে আগাম সতর্কতা। দ্বিতীয়তঃ মশাবাহিত মারণ রোগ ডেঙ্গু মোকাবিলায় অধিক তৎপরতা গ্রহণ। তৃতীয়তঃ মাঙ্কি-পক্স এর খবর মিলতেই উদ্বেগের বাতাবরণ। এই ত্রিমুখী আক্রমণের মুখে রুখে দাঁড়াতে সচিব পর্য্যায়ের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। সেই সঙ্গে মুখ্যসচিব ডঃ মনোজ পন্থ"কে বৈঠকে নির্দেশ তিনজন পৃথক নোডাল অফিসার নিয়োগ করতে হবে। যদিও সমন্বয় রক্ষার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য তাঁকে দায়িত্ব পালন করতে জানিয়েছেন।প্রশাসনিক বৈঠকের রেশ কাটতে না কাটতেই নবান্নে আগামীকাল মঙ্গলবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক রয়েছে। ওই বৈঠকে পৌরহিত্য করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমস্ত মন্ত্রিসভার সদস্যদের ইতিমধ্যেই ওই বৈঠকে যোগদানের পাশাপাশি মূল আলোচ্য বিষয় ধরে ''এজেন্ডা পেপার''- 'কনফিডেন্সিয়াল' খামে ভরে পৌঁছেছে সমস্ত মন্ত্রীদের কাছে।

ট্রেনে মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ এনএফ রেলের

গুয়াহাটি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দূর পাল্লার ট্রেনগুলিতে ভ্রমণকারীদের, বিশেষত যে সমস্ত মহিলা একা ভ্রমণ করেন তাঁদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মহিলা রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ)-এর 'মেরি সহেলি' নামে উৎসর্গকৃত টিম রয়েছে। সমগ্র রেল নেটওয়ার্কে মহিলা ভ্রমণকারীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদানের জন্য মহিলা আরপিএফ কর্মীরা নিয়োজিত। মেরি সহেলি পদক্ষেপের অধীনে ট্রেন এসকর্টিং, যাত্রী ও স্টেশন সুরক্ষার মতো দায়িত্ব তাঁরা পালন করেন।

আজ সোমবার উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা এক প্রেস বার্তায় এ খবর দিয়ে জানান, বর্তমানে সমগ্র জোনের মধ্যে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে মহিলা আরপিএফ কর্মীদের দিয়ে গঠিত ১৫টি উৎসর্গকৃত 'মেরি সহেলি' স্কোয়াড কর্মরত। এই স্কোয়াডগুলি মহিলা আরপিএফ অফিসার / স্টাফদের দ্বারা গঠন করা হয়েছে, যাঁরা ট্রেনে একা ভ্রমণকারী মহিলা যাত্রীদের যত্ন নিয়ে থাকেন। এছাড়া সম্ভাব্য মানব পাচারকারীদের কবল থেকে মহিলা যাত্রীদের সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সমগ্র উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুড়ে ৫৩টি অ্যান্টি হিউম্যান ট্র্যাফিকিং ইউনিট (এএইচটিইউ) কর্মরত রয়েছে। চলতি বছরে মানব পাচারকারীদের কবল থেকে চার মহিলা যাত্রীকে উদ্ধার করার পাশাপাশি তিন মানব পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত মহিলা সুরক্ষা সম্বন্ধীয় অপরাধের জন্য ছয়টি ঘটনা শনাক্ত করা হয়েছে এবং ছয় অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি জানান, এছাড়া প্রায় ১০টি ট্রেনে পুরুষ আরপিএফ কর্মীদের পাশাপাশি মহিলা কর্মীদের নিয়ে গঠিত মিক্সড-এসকর্ট পার্টি প্রদান করা হয়েছে, যাতে তাঁরা প্রয়োজনে যে কোনও মহিলা যাত্রীর প্রতি তাৎক্ষণিকভাবে সাহায্যের হাত এগিয়ে দিতে পারেন। মহিলাদের সুরক্ষা শক্তিশালী করতে সমগ্র উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুড়ে ৪৬টি স্টেশনে সিসিটিভি নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে রেলওয়ের মাধ্যমে যাত্রাকারী মহিলাদের জন্য উন্নতমানের নিরাপত্তা ও সুরক্ষামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়। পাশাপাশি রেলওয়ে চত্বরে যাতে খালি কোচগুলিতে মহিলা সুরক্ষা সম্বন্ধীয় কোনও ধরনের অপরাধ সংঘটিত করার জন্য ব্যবহার করা না যায় তার জন্য স্থির কোচগুলির দরজা বন্ধ রাখা নিশ্চিত করা হয়েছে।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত

● প্রথম পাতার পর

যা এইচএস ২১০৬.৯০ এর অধীনে শ্রেণিবদ্ধযোগ্য। এক্সট্রুশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত, ডাইং করে বা প্রেস শুকনো-নয় ও রান্না করা নয় স্ন্যাক পেলেটের উপর ৫ শতাংশ জিএসটি অব্যাহত থাকবে।

ক্যান্সারের ওষুধের উপর জিএসটি হার ১২ু থেকে কমিয়ে ৫ু করা হবে। ৯৪০১ এর অধীনে শ্রেণিবদ্ধ গাড়ির আসনের উপর জিএসটি হার ১৮ু থেকে বাড়িয়ে ২৮ু করা হবে। জিএসটি কাউন্সিল জীবন বীমা এবং স্বাস্থ্য বীমার উপর জিএসটি সম্পর্কিত বিষয়গুলি সামগ্রিকভাবে দেখার জন্য মন্ত্রীদের একটি গ্রুপ (জিওএম) গঠনের সুপারিশ করেছে। জিওএম-এর সদস্যরা হলো বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, কেরল, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, মেঘালয়, গোয়া, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, পঞ্জাব এবং গুজরাট। জি. ও. এম-কে এবছরের অক্টোবরের শেষ নাগাদ প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

এবিষয়ে যুব কংগ্রেস সভাপতি নীল কমল সাহা বলেন, বহু তালবাহানার পর জেআরবিটির গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পদের মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু ওই দুই পদের মেধা তালিকায় দূর্নীতির গন্ধ পাওয়া গিয়েছে। মেধা তালিকায় এমন অনেকের গ্রুপ সি- তে নাম রয়েছে। তাই কিছু দিন পূর্বে বিধানসভায় বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ রাজ্য সরকারের নিকট মেধা তালিকার পাশাপাশি অপেক্ষামান তালিকা প্রকাশেী দাবি জানিয়েছিলেন। এদিন তিনি আরও বলেন, প্রকাশিত মেধা তালিকায় যোগ্য প্রার্থীরা স্থান পান নি। তালিকায় বহিরাগতদের চাকুরী দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তাঁদের আরও অভিযোগ, বিজেপি সরকার অর্থের বিনিময়ে চাকুরী প্রদান করেছে। তাতে যোগ্য প্রার্থীরা বঞ্চিত হয়েছেন। এরই প্রতিবাদে আজ সোচ্চার হয়েছে প্রদেশ যুবক কংগ্রেস।তাঁদের দাবি, মেধা তালিকার পাশাপাশি অপেক্ষামান তালিকা প্রকাশ করা, পরীক্ষার্থীদের মৌখিক এবং লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হোক।

পথ অবরোধে

● প্রথম পাতার পর

কাজ করে যাচ্ছেন। নূন্যতমে বেতনে তাঁরা কাজ করছেন। কিন্তু বেতন প্রদানের সময় সরকার তালবাহানা করছে। তাতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাঁদের। এরই প্রতিবাদে সরব হয়েছে অল ত্রিপুরা অঙ্গনওয়ারি ওয়ার্কার্স ও হেল্পার আশা কর্মী ইউনিয়ন।তাঁরা দাবি জানিয়েছেন, বেতন বৃদ্ধি, নিয়মিতকরণ করা, গ্রেচ্যুয়িটি প্রদান করা সহ পাঁচ দফা দাবি জানিয়েছে।

ক্রীড়াঙ্গন

লীগ ফুটবলে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগোচ্ছে লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের। প্রথম ম্যাচে ত্রিবেণী সংঘের সঙ্গে ম্যাচ ড্র করে পয়েন্ট ভাগ করে নিলেও পরবর্তী ম্যাচে আর লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারকে পেছনে তাকাতে হয়নি। ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে চার গোলে হারানোর পর আজ, সোমবার তৃতীয় ম্যাচে জুয়েলস এসোসিয়েশন কে ৩-১ গোলে পরাজিত করেছে। তিন ম্যাচ থেকে ৭ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম সারিতেই রয়েছে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার।

রাজ্য ফুটবল সংস্থা পরিচালিত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল সিনিয়র ক্লাব লিগ ফুটবল আসরে সোমবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত দিনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয় লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার ও জুয়েলসএসোসিয়েশন। ম্যাচটি

৩-১ গোলের ব্যবধানে জয় লাভ করে লিগে জয়ের দ্বারা অব্যাহত রাখলো লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার। এদিন ম্যাচে লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারের হয়ে জোড়া গোল করে খেলার ৩৮ ও ৪৫ মিনিটের মাথায় ভানলাল থালমুয়ামা। এবং একটি গোল করে খেলার ৪৮ মিনিটে বিশ্বজিৎ দেববর্মা।

এদিকে প্রথমার্ধে গোলের সুযোগ না পেলেও জুয়েলসএসোসিয়েশন এর হয়ে একটি গোল করে খেলার ৫৪ মিনিটে এম সি যোথাম। যদিও এদিনের ম্যাচের শেষ সময়ে এসে বিপাকে পরে লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার।

ম্যাচের ৮৭ মিনিটে লালবাহাদুর ক্লাবের ফুটবল ভক্ত সাধন জমাতিয়া জোড়া হলুদ কার্ড দেখার পর লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয়।

যদিও এই ঘটনা কে কেন্দ্র করে ম্যাচ শেষে মাঠে কিছুটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয় ম্যাচ পরিচালনা দায়িত্বে থাকা রেফারি সত্যজিৎ দেব রায়ের এই সিদ্ধান্তে।

জুয়েলসের দুজনকেও রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন সত্যজিতের পাশে পল্লব চক্রবর্তী, সুকান্ত দত্ত ও লিটন সাহা। দিনের খেলা: বিকেল সাড়ে তিনটায় রামকৃষ্ণ ক্লাব বনাম টাউন ক্লাব।

ভারতের ঐতিহাসিক প্যারা অলিম্পিক অভিযান শেষ হল ২৯টি পদক জয়ের মাধ্যমে

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতের ঐতিহাসিক অভিযান প্যারিসে ২৯টি পদকের রেকর্ডের সাথে শেষ হয়েছে। ভারত ৭টি সোনা, ৯টি রুপো এবং ১৩টি ব্রোঞ্জ সহ রেকর্ড ২৯টি পদক নিয়ে তার ঐতিহাসিক অভিযান শেষ করেছে। দেশের সর্বকালের সেরা প্রদর্শনকে চিহ্নিত করে ভারত পদক টেবিলে ১৮তম স্থান অর্জন করেছে। এই কীর্তির সাক্ষী থাকলেন-

**অবনী লেখারা।শুটিং (মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল স্ট্যান্ডিং এস এইচ-১)সোনা।

**মোনা আগরওয়াল।শুটিং (মহিলাদের ১০মিটার এয়ার রাইফেল স্ট্যান্ডিং এস এইচ-১)ব্রোঞ্জ।

**প্রীতি পাল।মহিলাদের ১০০ মিটার টি-৩৫ (অ্যাথলেটিক্স)ব্রোঞ্জ।

**মনীশ নারওয়াল।পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল এসএইচ-১ (শুটিং)রুপো।

**রুবিনা ফ্রান্সিস।মহিলাদের ১০মিটার এয়ার পিস্তল এসএইচ-১ (শুটিং)ব্রোঞ্জ।

**প্রীতি পাল।মহিলাদের ২০০ মিটার টি-৩৫ (অ্যাথলেটিক্স) ব্রোঞ্জ।

**নিষাদ কুমার। পুরুষদের হাই জাম্প টি-৪৭ (অ্যাথলেটিক্স) রুপো।

**যোগেশ কাঠুনিয়া।পুরুষদের ডিস্কাস থ্রো এফ-৫৬ (অ্যাথলেটিক্স) রুপো।

**নীতেশ কুমার।পুরুষদের একক এস এল-৩ (ব্যাডমিন্টন)সোনা।

**থুলসিমাথি মুরুগেসান।মহিলাদের একক ইউএস-৫ (ব্যাডমিন্টন)রুপো।

**মনীষা রামদাস।মহিলাদের একক এসইউ-৫ (ব্যাডমিন্টন)ব্রোঞ্জ।

**সুহাস ইয়াথিরাজ।পুরুষদের একক এসএল-৪ (ব্যাডমিন্টন)রুপো।

**রাকেশ কুমার/শীতল দেবী।মিশ্র দল কম্পাউন্ড ওপেন (তীরন্দাজি)ব্রোঞ্জ।

**সুমিত আন্তিল।জ্যাভলিন থ্রো এফ-৬৪(অ্যাথলেটিক্স)সোনা।

**নিথ্যা শ্রী শিবন।মহিলাদের একক এস এইচ-৬ (ব্যাডমিন্টন)ব্রোঞ্জ।

**দীপ্তি জীবনজী।মহিলাদের ৪০০মিটার টি-২০ (অ্যাথলেটিক্স)ব্রোঞ্জ।

**শরদ কুমার।পুরুষদের হাই জাম্প টি-৬৩ (অ্যাথলেটিক্স) রুপো।

**মারিয়াপ্পান থাঙ্গাভেলুপুরুষদের হাই জাম্প টি-৬৩ (অ্যাথলেটিক্স)ব্রোঞ্জ।

**অজিত সিংপুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো এফ-৪৬ (অ্যাথলেটিক্স) রুপো।

**সুন্দর সিং গুর্জারপুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো এফ-৪৬(অ্যাথলেটিক্স)ব্রোঞ্জ।

**শচীন খিলারি।পুরুষদের শট পুট এফ-৪৬ (অ্যাথলেটিক্স)রুপো।

**হরবিন্দর সিং।পুরুষদের ব্যক্তিগত রিকার্ভ ওপেন (তীরন্দাজি)সোনা।

**ধরমবীর। পুরুষদের ক্লাব থ্রো ৫১ (অ্যাথলেটিক্স)সোনা।

**প্রণব সুরমা। পুরুষদের ক্লাব থ্রো ৫১ (অ্যাথলেটিক্স)রুপো।

**কপিল পারমার।পুরুষদের ৬০ কেজি জে-১ (জুডো)ব্রোঞ্জ।

**প্রবীণ কুমার।পুরুষদের হাই জাম্প টি-৬৪ (অ্যাথলেটিক্স)সোনা।

**হতোজি সেমা।পুরুষদের শট পুট এফ-৫৭ (অ্যাথলেটিক্স)ব্রোঞ্জ।

**সিমরান।মহিলাদের ২০০ মিটার টি-১২ (অ্যাথলেটিক্স)ব্রোঞ্জ।

**নবদীপ সিং।পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো এফ-৪১ (অ্যাথলেটিক্স) সোনা।

ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপে সোমবার গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি ভারত ও সিরিয়া

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সোমবার জিএমসি বালাযোগী অ্যাথলেটিক স্টেডিয়ামে ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপের এক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ভারত সিরিয়ার মুখোমুখি হবে। এদিনের ম্যাচ ফাইনাল ম্যাচেরই মত।

ব্লু টাইগারদের তাদের প্রথম ম্যাচে মরিশাসের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছে। তাই ফাইনালে যেতে হলে ভারতকে সিরিয়ার বিপক্ষে তিন পয়েন্ট অর্জন করতে হবে। অন্যদিকে মরিশাসকে ২-০ গোলে হারিয়ে তিন পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে সিরিয়া। টুর্নামেন্টের ফাইনালে যাওয়ার জন্য ভারতের সিরিয়ার বিরুদ্ধে জয় না হলেও একটি ড্র অবশ্যই চাই। তাহলে ভারত ফাইনালে পৌঁছাতে পারবে এবং ফাইনালে সিরিয়াই যে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী হবে এটা বলাই যায়।

আর ফাইনালে হারলেও নতুন প্রধান কোচ মানোলো মার্কেজের অধীনে রৌপ্যপাত্র তুলে নেওয়ার প্রথম সুযোগ থাকবে।

'এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলা, তবে যে দল জিতবে তারাই ট্রফি জিতবে।

তাই এটি একটি কঠিন খেলা হতে চলেছে, দেখা যাক কী হয়,' রবিবার ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে মার্কেজ একথা বলেছেন।

এই স্প্যানিয়ার্ড কোচ যিনি ভারতের সাথে তার ম্যানেজারিয়াল অভিষেক ম্যাচটি, যেটি হয়েছিল মরিশাসের সঙ্গে সেই ম্যাচটিকে বিরক্তিকর ম্যাচ বলে বর্ণনা করেছেন।

মরিশাসের বিরুদ্ধে ভারতের নিস্তেজ পারফরম্যান্সের জন্য ম্যাচটি অমীমাংসিতথেকেছে। কারণ হিসাবে তিনি প্রস্তুতির সময়ের অভাব উল্লেখ করেছেন।

তিনি সিরিয়ার বিরুদ্ধে লাইনআপ পরিবর্তন করতে চাইছেন। এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত করেছেন যে সিরিয়ার বিপক্ষে জয় গুপ্তার পরিবর্তে লেফট ব্যাক খেলাবেন শুভাশিস বোসকে।

সেই সঙ্গে আনোয়ার আলি, চিংলেসানা সিং এবং রাহুল ভেকেকে রক্ষণে রাখবেন আর নিখিল পূজারি ব্যাকলাইনে অবশ্যই থাকবেন।

সেই সঙ্গে তিনি সিরিয়ার আক্রমণের হুমকি বিবেচনা করে, মার্কেজ লালেংমাওইয়া (অপুইয়া) রাল্টে এবং জ্যাকসন সিং-এর মিডফিল্ড অটুট রাখতে চাইছেন। আর তৈরি রাখবেন অনিরুদ্ধ থাপা ও সাহল আবদুল সামাদকে।

আর ফরোয়ার্ড লাইনের জন্য ভারতের সেরা বিকল্প হল লিস্টন কোলাকো, মানভীর সিং এবং লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে, মরিশাসের বিরুদ্ধে এই ত্রয়ী শুরু করেছিলেন। এছাড়া মার্কেজের ফরোয়ার্ড লাইনে তরুণ কিয়ান নাসিরিকেও তৈরি রেখেছেন।

জয়ে ফিরল ব্লাড মাউথ ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত সিনিয়র ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট এর সূচি অনুযায়ী সোমবার দশম দিন ১৮তম ম্যাচে মুখোমুখি হয় ব্লাড মাউথ ক্লাব ও ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন। দুইদলের কাছেই এটি চতুর্থ ম্যাচ। কিন্তু এর আগে তিনটি ম্যাচের মধ্যে লাল বাহাদুর দুটি ম্যাচে জয় পেলেও টাউন ক্লাবের কাছে ধরাশায়ী হয়। অপরদিকে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন টানা তিন ম্যাচে পরাজয়ের হ্যাট্রিক নিয়ে এদিন চতুর্থ ম্যাচ খেলতে নামে ব্লাড মাউথ এর বিপক্ষে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের লড়াইয়ে মাউথ ২-১ গোলের ব্যবধানে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে হারিয়ে ফের আরও একবার ঘুরে দাঁড়ালো। আর ব্লাড মউতের এই জয় পরাজয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখলো ফ্রেন্ডস।

আগরতলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে প্রথমার্ধের খেলা গোলশূন্যভাবে শেষ হলেও দ্বিতীয় প্রতি আক্রমণের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত বাজিমাত দেখালো ব্লাড মাউথ। ম্যাচের ৭৭ মিনিটে মাইবম লানচেরবা প্রথম গোল করে এগিয়ে দেয় ব্লাড মাউথকে। প্রথম গোলটি ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের ফুটবলাররা পরিশোধ করার আগেই দুই মিনিটের ব্যবধানে মাইবম নরেশ মাইতি ব্লাড মাউথ এর পক্ষে দ্বিতীয় গোল করে দলকে অনেকটা চালকের আসনে পৌঁছে দেয়। এই অবস্থায় ম্যাচের ৮২ মিনিটের মাথায় ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের বিশাল জামাতিয়া একটি গোল করে ব্যবধান খানিকটা কমিয়ে আনে। অবশিষ্ট সময়ে দুই দলের ফুটবলাররা প্রতি আক্রমণ চালিয়ে গেলেও নতুন করে আর কোন গোল করতে পারেনি। ফলে নির্ধারিত সময়ের খেলায় ২-১ গোলের ব্যবধানে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে হারিয়ে টুর্নামেন্টে তৃতীয় জয় পেল ব্লাড মাউথ ক্লাব। দুইদলের ম্যাচটি এদিন পরিচালনা করেন রেফারি টিংকু দে।

নর্থ-ইস্ট রিজিওনাল ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দারুণ সাফল্য ত্রিপুরার খেলোয়ারদের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর, গুয়াহাটির টি আও ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো তৃতীয় নর্থইস্ট ইন্ডিয়া ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪। এই প্রতিযোগিতা কে.আই.ও অর্থাৎ (ক্যারাটে ইন্ডিয়া অরগানাইজেশন) দ্বারা অনুমোদিত ও স্বীকৃত ন উক্ত ক্যারাটে ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন-ই বর্তমানে ওয়ার্ল ক্যারাটে ফেডারেশন দ্বারা স্বীকৃতি প্রাপ্ত একমাত্র সর্বভারতীয় পর্যায়ের ক্যারাটে খেলার প্রকৃত ভারতীয় জাতীয় সংস্থা ন উক্ত নর্থ ইস্ট আঞ্চলিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ এ ত্রিপুরা থেকে ইউনাইটেড অল স্টাইল ক্যারাটে ত্রিপুরা এসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে ৪১ জন প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিনী অংশগ্রহণ করে ও দুর্ধর্ষ লড়াই করে রাজ্যের জন্য ২টি রৌপ্য ও ৬ টি ব্রোন পদক মিলিয়ে সর্বমোট ৮টি পদক অর্জন করে ও সন্তোষজনক সাফল্য নিয়ে আসে।

পদকজয়ী খেলোয়াড়েরা হলো - বিরাজ বণিক ও মৃন্ময়ী সূত্রধর, রৌপ্য পদক পেয়েছে।

সোহাগ দেবনাথ দিব্যাংক নাহা, আয়তাকসি সরকার জয়দ্রিতা মজুমদার, নেহা মালাকার, দেবযানী গোয়ালা। রাজ্য ক্যারাটে দলের এই অভূতপূর্ব সাফল্যে সারা রাজ্যের ক্যারাটে খেলোয়াড় ও অভিভাবকদের মনে খুশির হাওয়া বইছে ন এই সাফল্যের নিরিখে ইউনাইটেড অল স্টাইল ক্যারাটে ত্রিপুরা এসোসিয়েশন এর পক্ষথেকে পদকজয়ী ও অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়াড়দের প্রতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে ন রাজ্য দলের কোচ এবং ম্যানেজার এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

প্রয়াত রাজ্য দাবা সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি মানস দেববর্মণ, শোক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা প্রয়াত হলেন রাজ্য দাবা সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি তথা বিশিষ্ট লেখক মানস দেববর্মন। সোমবার দুপুরে কৃষ্ণনগর হরিশ ঠাকুর রোড স্থিত নিজ বাসভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যু কালে ওনার বয়স ছিল ৮৪। রেখে গেছেন স্ত্রী সহ দুই কন্যাকে। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তে নেমে আসে শোকের ছায়া। ওনার বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্য মন্ত্রী মানিক সরকার সহ বিশিষ্ট ব্যাক্তিরা। শ্রদ্ধা জানানোহয় এদিন বিকেলে প্রথমে রবীন্দ্র ভবনের সামনে পরে উমাকান্ত স্কুলের সামনে। রাজ্য দাবা সংস্থার পক্ষ থেকেও জানানও হয় শোক। রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব প্রদীপ রায় উনার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের নিয়ে রাজ্যে প্রথম ওয়ার্কশপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর: আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এন্ড জিবিপি হাসপাতালের ই এন টি ডিপার্টমেন্টের হেড এন্ড নেক সার্জারির উদ্যোগে এই প্রথম মেডিকেল শিক্ষার্থীদের জন্য শবদেহের ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে লাইভ সার্জিক্যাল ওয়ার্কশপ সংঘটিত হলো গত ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে এই উপলক্ষে সারা দেশের বিশিষ্ট নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা ও নিউরোসার্জনরা উপস্থিত ছিলেন। মোট ৬৫ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের উপস্থিতিতে এই ক্যাডাভারের (শবদেহের) ব্যবচ্ছেদ সম্পন্ন হয় এবং তারা দুইটি সাইনাস অস্ত্রোপচারও সম্পন্ন করেন। ত্রিপুরায় এই প্রথম এত বড় মাপের সার্জিক্যাল ওয়ার্কশপ সংঘটিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের নাক, কান ও গলা বিভাগের প্রধান এবং এই অনুষ্ঠান আয়োজন কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর (ডাঃ) বিপ্লব নাথ এবং সেক্রেটারি ডাঃ সুকুমার দেববর্মা। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

নদীতে ডুবে মৃত্যু নবম শ্রেণীর ছাত্রের

মালদা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ষষ্ঠী পূজা দেখতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি। মহানন্দা নদীতে ডুবে মৃত্যু হল নবম শ্রেণীর এক ছাত্রের। মৃত ছাত্রের নাম পীযূষ দত্ত, বাড়ি পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ী খইহাট্টা ।জানা গেছে, সোমবার চাপরা ষষ্ঠী উপলক্ষে বহু মানুষ পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ী মহানন্দা ঘাটে পূজার জন্য সমবেত হয়েছিলেন। পূজার সময় মায়েদের সাথে ছিল পীযূষও। পীযূষ নবম শ্রেণীর ছাত্র, সঙ্গে ছিল তার দুই ভাইও। পূজার আচার-অনুষ্ঠান চলাকালীন তিন ভাই মিলে মহানন্দা নদীতে নামে। সেই সময় হঠাৎই পীযূষ তলিয়ে যায় নদীর গভীরে। এ দৃশ্য দেখে তার দুই ভাই চিৎকার শুরু করে। প্রায় ৩০ মিনিট পর খোঁজাখুঁজির পর পীযূষকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তবে হাসপাতালে আনার পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। পরিবারের লোকজন এবং স্থানীয়রা এই মর্মান্তিক ঘটনার পর ভেঙে পড়েছেন।

মন্ত্রী সান্তনা চাকমা উপস্থিতিতে কৈলাসহরে সম্পন্ন জেলা পরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৯ সেপ্টেম্বর:সোমবার কৈলাসহরে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ঊনকোটি জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন। এদিন কৈলাসহর জেলা পরিষদের হলঘরে আয়োজিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বাণিজ্যমন্ত্রী সান্তনা চাকমা এবং বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস।

ঊনকোটি জেলার ত্রিস্তর গ্রাম পঞ্চায়েতের নবনির্বাচিত জেলা পরিষদের সদস্য সদস্যারা সোমবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শপথ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ঊনকোটি জেলা পরিষদের মোট ১৩ জন সদস্যদের মধ্যে এদিন সিপিএম দলের একজন এবং বিজেপি দলের দশ জন সহ মোট ১১ জন শপথ গ্রহণ করেন। তবে জেলা পরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেস দল থেকে নির্বাচিত দুই সদস্য শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন। এদিন কৈলাসহর জিলা পরিষদের হলঘরে আয়োজিত অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বাণিজ্যমন্ত্রী সান্তনা চাকমা, প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তথা পাবিয়া ছড়া কেন্দ্রের বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস, পঞ্চায়েত সচিব ডক্টর সন্দীপ রাঠোর, পঞ্চায়েত দপ্তরের অধিকর্তা প্রসূন দে, জেলাশাসক দিলীপ কুমার চাকমা। অনুষ্ঠানে সকল সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান পঞ্চায়পত দপ্তরের অধিকর্তা প্রসূন দে। এর পর আলোচনাক্রমে জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিসেবে নির্বাচিত হন অমলেন্দু দাস এবং সহকারী সভাধিপতি হিসেবে সন্তোষ ধর কে নির্বাচিত করা হয়। এই দুইজনকে শপথ বাক্য পাঠ করান ত্রিপুরা সরকারের পঞ্চায়েত সচিব ডক্টর সন্দীপ রাঠোর। অনুষ্ঠানে বিজেপি দলের বরিষ্ঠ নেতৃত্বদের পাশাপাশি কার্য্যকর্তাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত।

হোটেলে রোহিঙ্গা যুবতী ধর্ষিতা, ধর্ষকের বহিরাজ্যে খুঁজে পুলিশ

আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর : রোহিঙ্গা যুবতীকে ধর্ষণের ঘটনায় ত্রিপুরা পুলিশ নড়েচড়ে বসেছে। অভিযুক্তের খুঁজে ত্রিপুরার পুলিশের একটি দল বর্তমানে বহি:রাজ্যে রয়েছে ।সংবাদে প্রকাশ, আগরতলা রেলস্টেশন সংলগ্ন হোটেলে এক রোহিঙ্গা যুবতী ধর্ষিতা হয়েছেন। দিল্লীতে বসবাসরত তাঁর বাবা বিষয়টি জানতে পেরে সেখানে জিরো এফআইআর করেছিলেন। ওই মামলায় ত্রিপুরায় আমতলী থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। জানা গেছে, বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ত্রিপুরায় প্রবেশে পুলিশের জালে ধরা পরেছিলেন এক রোহিঙ্গা যুবতী। খবর পেয়ে তাঁর বাবা মোস্তাফিজুর রহমান মেয়েকে আইনি গ্যারাকল থেকে নিস্তারে সোনা মিয়ার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। তাকে টাকা পাঠিয়ে মেয়েকে আইনি ঝামেলা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। প্রত্যাশা অনুযায়ী ওই রোহিঙ্গা যুবতী আইনি ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। এরপরই তাঁর জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নগর চিরঞ্জিব চক্রবর্তী জানিয়েছেন, আগরতলা রেল স্টেশন সংলগ্ন হোটেলে ওই রোহিঙ্গা যুবতীকে ধর্ষণ করা হয়েছে। ওই ঘটনায় অভিযুক্ত সোনা মিয়া নিজেও রোহিঙ্গা। তিনি ওই যুবতীকে নিয়ে দিল্লী পালিয়েছেন। তার খুঁজে ত্রিপুরা পুলিশের একটি দল দিল্লী গেছে।

সংবাদে প্রকাশ, ওই যুবতী বাবার কাছে ফিরে গিয়ে তাঁর সাথে ঘটে যাওয়া পৈশাচিক ঘটনার সম্পর্কে কিছুই জানাননি। কিন্তু তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়লে পরিবারের সকলেই ধর্ষণের বিষয়ে জানতে পারেন। এরপরই ওই যুবতীর বাবা মামলা করেন।

নতুন জীবন পেল বিপ্রদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর: রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের দৌলতে নতুন জীবন পেল কৈলাসহরের বাসিন্দা বিপ্রদীপ(২ বছর ৯ মাস)। বাবা আগরতলায় বেসরকারি সংস্থায় সামান্য চাকরি করেন। জন্মের পর থেকেই তার বাবা-মা লক্ষ্য করেন যে ছেলে একটু হাঁটলেই বা দৌঁড়ালে সে হাঁপিয়ে যায়। তার ঠোঁট ও আঙ্গুলের নখ কালচে নীল। শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বাসুদেব রায় তাকে ইকোকার্ডিওগ্রাফি করানোর পরামর্শ দেন।

আইজিএম হাসপাতালে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ গোপা চ্যাটার্জী ইকোকার্ডিওগ্রাফি করে জানান, তার হৃদযন্ত্রে সমস্যা রয়েছে। তখন আশ্রমপাড়া আরবান প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক ডাঃ দেবিকা দেব, ডাঃ সুস্মিতা দেব, ডাঃ সন্দীপ দাস, ফার্মাসিস্ট বাপী দেব, এএনএম ভারতী সাহা সহ আর বিএসকে টিম রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্য্যক্রমের তরফে তাকে চেন্নাইয়ে অ্যাপেলো চিলড্রেন হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করে।

গত ৮ আগস্ট তার অস্ত্রোপচার করা হয়। বিপ্রদীপ এর বাবা জানান, অস্ত্রোপচারের পর ১৩ আগস্ট তাকে ছেড়ে দেওয়া হলেও ২০ আগস্ট দেখা যায় তার হৃদযন্ত্রের সামান্য সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পর তাকে ২৩ আগস্ট ছেড়ে দেওয়া হয়। বাবা মার সঙ্গে ছোট্ট বিপ্রদীপ বর্তমানে আগরতলায় ফিরে এসেছে। তার শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্য্যক্রমের তরফে বিনামূল্যে এই জটিল ও ব্যায়সাধ্য অপারেশনের সুযোগ করে তাকে নতুন জীবন দান করায় আরবিএসকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন শিশুটির পরিবার। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

লোকালয়ে বন্য বাঘের উপস্থিতি টের পেয়ে আতঙ্কিত এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ৯ সেপ্টেম্বর: অসম-ত্রিপুরা রাজ্য সীমান্তের উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা থানাধীন কুর্তি মধ্য রাজনগর গ্রামে গত রাতে বন্যবাঘের উপস্থিতি টের পেয়েছেন স্থানীয় লোকজন। এতে স্বাভাবিক ভাবে বাঘ আতঙ্ক তাড়া করছে এলাকার জনগনের মধ্যে। পরে খবর পেয়ে সোমবার অকুতস্থলে ছুটে যান কদমতলা থানার পুলিশ সহ বন দপ্তরের কর্মীরা। তারা দীর্ঘক্ষন বাঘদের খুঁজে বেড়ালেও তাদের টিকির নাগাল পাননি।

এই বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী এক ব্যক্তি জানান রবিবার রাতে ধর্মনগর থেকে গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় তিনি রাজনগর এলাকায় দুটি বাঘকে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। এতে তিনি নিজ মোবাইলে বাঘের ছবি ধারন করে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেন ।কিন্তু কিছুক্ষণ পর বাঘ দুটি পাশের দেওয়াল টপকে কোথাও চলে যায়। এরপর আর বাঘ দুটি দেখা যায়নি। এ মর্মে বনদপ্তরের কর্মীরা জানান ওগুলো বাঘের প্রজাতি জঙ্গল কেট হতে পারে। বিষয়টি নিয়ে নজর রাখবে বন বিভাগ। এদের ফের দেখা মিললে বন বিভাগকে খবর দিতে অনুরোধ করেন বন বিভাগের আধিকারিক। উনার কথায় বন্য প্রাণীদের কোন ভাবে ক্ষতি করা চলবে না। তাছাড়া ওরা যাতে মানুষের কোন ক্ষতি না করে সেদিকে নজর রাখবে প্রশাসন ।এ ব্যাপারে জনগনকেও সতর্ক থাকতে হবে। বন্য প্রাণী খাদ্যের তাগিদে লোকালয়ে বেরিয়ে আসতে পারে ।প্রয়োজনে তাদেরকে কৌশলে তাদের মূল বাসস্থানে ছেঁড়ে দিতে হবে।

নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন এলামনির ত্রাণ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৯ সেপ্টেম্বর:সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বন্যায় দক্ষিণ জেলা জুড়ে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, যার মধ্যে শান্তিরবাজার মহকুমার অনেক এলাকা প্লাবিত হয়ে মানুষজনকে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে হয়েছে। বহু পরিবার তাদের সমস্ত কিছু হারিয়েছে এবং তাদের সহায়তা করার জন্য নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন এলামনি আজ কোয়াইফাও এবং মুহুরিপুর, এই দুইটি অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণ বিতরণ করেছে ।কোয়াইফাঙ একটি প্রত্যন্ত এলাকা, যেখানে খুব কম সংখ্যক বেসরকারি সংস্থা সাহায্য পৌঁছাতে পেরেছে এবং সেখানে ত্রাণ বিতরণ করতে পেরে নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন এলামনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। মুহুরিপুরেও পরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয়, এবং দুই এলাকায়ই ত্রাণ হিসাবে রান্নার বাসনপত্র, বালতি, মগ, চাটাই ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়, যা এই কঠিন সময়ে তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ।মোট ১২০টি পরিবার এই ত্রাণ সামগ্রী পেয়েছে এবং স্থানীয় সিভিল প্রশাসন, গ্রাম পরিষদ ও পঞ্চায়েতের সহায়তায় এই ত্রাণ কার্য্যক্রম সফলভাবে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাধ্যমিক উত্তীর্ণ দিব্যাঙ্গ ও ছাত্র-ছাত্রীদের আনুষ্ঠানিকভাবে সম্বর্ধনা দিল ঐশ বাণী সোসাইটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর:দিব্যাঙ্গ ছেলে মেয়েদের পাশে দাঁড়ালো ঐশ বাণী সোসাইটি। সোমবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ দিব্যাঙ্গ ছেলেমেয়েদের আনুষ্ঠানিকভাবে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়।

দিব্যাঙ্গরা আমাদের সমাজেরই অঙ্গ। তারা সমাজের বাইরের নন। তাদের উন্নয়ন ব্যতি রেখে রাজ্যের দেশের এবং সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সোমবার আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনেঐশ বাণী সোসাইটি আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন আগরতলা পুরো নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার।

তিনি বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী তাদের অন্তরের কথা বুঝতে পেরেই বিকলাঙ্গ শব্দটি তুলে নিয়ে তাদেরকে দিব্যাঙ্গ নামে পরিচিতি দিয়েছেন। তাদের সার্বিক কল্যাণে সমাজের সকল অংশের জনগণকে এবং সরকারি বিভিন্ন দপ্তরকে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

এদিন অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ দিব্যাঙ্গ ছেলেমেয়েদের আনুষ্ঠানিকভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়া প্যারা সুইমার বিনীত রায়কেও এদিন সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে হুইল চেয়ারও বিতরণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির কর্মকর্তা ও রাজের বিশিষ্ট সাংবাদিক মানসপাল এবং নবেন্দু ভট্টাচার্য।

মাছের পোনা বিতরণকে কেন্দ্র করে কাউন্সিলারের হাতে আক্রান্ত সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর : মাছের পোনা বিতরণকে কেন্দ্র করে কাউন্সিলরের হাতে রক্তাক্ত হয়েছেন খোয়াই ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সচিব। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন।

ঘটনার বিবরণে আক্রান্ত সচিব জানিয়েছেন, খোয়াই পুর পরিষদের ১৪ নং ওয়ার্ডে সুবিধাভোগীদের মাছের পোনা বিতরণ অনুষ্ঠান চলছি। খোয়াই এলাকার মোট ১৫ টি ওয়ার্ডের সুবিধাভোগীদের তা বিতরণ করা হবে। পুর পরিষদের কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল যে সুবিধাভোদীদের পুকুর রয়েছে তাদের সমানভাবে মাছের পোনা বিতরণ করতে হবে। কাউন্সিলর শঙ্কু পালের নেতৃত্বে মাছের পোনা বিতরণ করা হচ্ছিল।

আরও জানা গিয়েছে, ওই সময় সুবিধাভোগী মানিক সূত্রধরের পুকুর থাকা সত্বেও পুর পরিষদপর তরফ থেকে মাছের পোনা বিতরণ করা হয়নি। এবিষয়ে জানতে চাইলে কাউন্সিলার ও মানিক সূত্রধরের সাথে বাক বিতন্ডা শুরু হয়েছিল। একসময় কাউন্সিলার উত্তেজিত হয়ে মানিক সূত্রধরকে বেধড়ক মারধর করে। তাতে গুরুতর আহত হয়েছেন তিনি। বর্তমানে তিনি হাসাপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন।

চন্দ্রপুর স্কুলে এনএসএস'র বিশেষ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ সেপ্টেম্বর।। আজ উদয়পুর চন্দ্রপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উদ্বোধন হলো সাত দিনের বিশেষ জাতীয় সেবা প্রকল্প(এন এস এস) শিবিরের। এই উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় চন্দ্রপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কনফারেন্স হলে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক তথা মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি বিধান সভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিষেক দেবরায় ।বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন চ্যায়ার পার্সন সুজন কুমার সেন ও মাতাবাড়িপঞ্চায়েত সমিতির চ্যায়ার পার্সন শিল্পি দাস, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় স্কুল পরিচালন কমিটির চ্যায়ারমেন জগদীশ বিস্বাস ।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তর চন্দ্রপুর ,দক্ষিণ মুড়াপাড়া, চন্দ্রপুর ভিলেজ, চন্দ্রপুর কলোনি, ইন্দিরানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গন যথাক্রমে তপন সূত্রধর, মালতি শুক্ল দাস,আল্পনা দাস ,খিতেন্দ্র দাস ও গনেশ দে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চন্দ্রপুর দ্বাদশ শ্রেণির বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিজয় বৈদ্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা সম্প্রতি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত তিন জন ছাত্রের হাতে পাঠ্যপুস্তক, অনেক ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ব্যাগ তোলে দেন ।এই অনুষ্ঠানে এন এস এস বা জাতীয় সেবা প্রকল্পের গুরত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যও আলোচনা করেন অতিথিরা ।আগামীকাল স্বচ্ছ ভারত অভিযান ও বিবেকানন্দ আশ্রমের মহারাজ কর্তৃক স্বামী বিবেকানন্দের আইডোলজি সম্পর্কে আলোচনা ।বুধবার বন্যার জলে প্লাবিত পরিবার গুলোর মধ্যে মুড়াপাড়া এলাকায় খাদ্য সামগ্রী বিতরন কা হবে এবং প্রধান শিক্ষক বিজয় বৈদ্য ও সরকারী প্রধান শিক্ষক খোকন চক্রবর্তী কর্তৃক যথাক্রমে এন ই পি বা নিউ এডুকেশন পলিসি ও পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করবেন ।বারো তারিখ উত্তর চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সেবা প্রদান এবং প্রাকৃতিক বিপরয্য সম্পর্কে আলোচনা ।তের তারিখ বেলতলী বাজার সাফাই অভিযান ও উদয়পুরের ডাক্তার দ্বারা নেশার কুফল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও চৌদ্দ তারিখ চন্দ্রপুর বাজার সাফাই অভিযান ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের উপর ডেমো অনুষ্ঠিত হবে এবং সাত দিনের বিশেষ ক্যাম্পের সমাপ্তি ঘটবে। এই বিশেষ শিবিরে বিদ্যালয় এন এস এস ইউনিটের ষাট জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে। এন এস এস সহকারী প্রোগ্রাম অফিসার ও প্রোগ্রাম অফিসার হিসেবে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা ও গাইড করছেন যথাক্রমে রূপম চক্রবর্তী ও সহদেব চন্দ্র ভৌমিক।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের পাশে দাঁড়ালেন জোলাইবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্ররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৯ সেপ্টেম্বর: কোনওবন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ জনগনের পাশে দাঁড়ালেন জোলাইবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্ররা। সাধারনের হাতে তুলে দিয়েছেন প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

এক সময় সবাই এক ক্লাসে ছিলেন, বসেছিলেন পাশাপাশি টেবিলে। কখনও বা কেও ছিলেন শিক্ষক আবার কেও ছাত্র। অনেকেই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা শেষ করে অবসর গ্রহণ করেছেন। আবার অনেকেই রাজ্যের খ্যাতনামা চিকিৎসক,উকিল সিভিল সার্ভিস সহ বিভিন্ন পেশায় আছেন। অনেকেই আবার চাকরি সূত্রে দেশের বাইরে আছেন। এই বন্যায় সবাইকে এক সূত্রে বেঁধেছে, সবাই জোলাইবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ।অনেকেই আবার জোলাইবাড়ি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। সবাই মিলে এলাকায় বন্যায় দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এসেছেন। বিভিন্ন মানুষের প্রয়োজন অনুসারে পৌছে দিচ্ছেন সামগ্রী। পাশাপাশি স্বাস্থ্য শিবির ও করছেন বিভিন্ন জায়গায়।

সোমবার কলসি রামঠাকুর আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয় স্বাস্থ্য শিবির এবং অনেক মানুষের হাতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সোমবার সকালে আগরতলা থেকে অনেক চিকিৎসক এবং জোলাইবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রাক্তন অনেক ছাত্র শিবিরে অংশ গ্রহণ করেন। তারা মানুষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করেন। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে সকলের হাতে প্রয়োজনীয় ঔষধ তুলে দেওয়া হয়।

জোলাইবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ইনচার্জ বিনিতা চাকমা জানান উনারাও যথা সম্ভব মিলে সহযোগিতা করেন এবং এমন প্রচেষ্টায় সবাই খুশি। রাজ্যের সুনামধন্য চিকিৎসক গোতম মজুমদার জানান উনারা এইভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরে অনেক খুশি। ভবিষ্যতে জোলাইবাড়ি প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদের এই প্রচেষ্টা জারি থাকবে। একই দিনে জোলাইবাড়ি এবং দেবদারুতেও দুইটি শিবির করা হয়।

একাধিক দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিক্ষোভ বনমিত্র কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর: দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি, বকেয়া বেতন পরিশোধ সহ একাধিক দাবিতে সরব হয়েছেন বনমিত্র কর্মীরা। পরর্বতীতে তাঁরা বন দপ্তরের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেছেন।

জনৈক কর্মী জানিয়েছেন, ২০২১ সালে বনদপ্তরের অধীনে প্রায় ৬০০ জন বনমিত্র কর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে ১০ দিনের কাজ হত। তখন মজুরি প্রায় ২ হাজার টাকা করে দেওয়া হত। পরবর্তী সময়ে তাদের চাকুরীর মেয়াদ ২০ দিন করা হয়েছে। এখন তারা সাড়ে তিন হাজার টাকা করে পান। এই নূন্যতম বেতনে তাঁদের সংসার চালাতে হচ্ছে।

তাঁদের অভিযোগ, এই নূন্যতমে বেতন দিয়ে তাদের সংসার চালানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে আর্থিক দিক দিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছেন তাদের। তাই এরই বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তারা।

তাদের দাবি, দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি, নূ্যনতম বেতন ১৫ হাজার টাকা করার দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের দাবি পূরণ করা না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুশিয়ারী দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী মহান্যায় অভিযান প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৯ সেপ্টেম্বর: আজ বিকেলে জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে জেলাশাসক ও সমাহর্তা স্মিতা মল মহকুমার সাংবাদিকদের নিয়ে কেন্দ্রীয় আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রকের প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী মহান্যায় অভিযান নিয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন।

সম্মেলনে জেলাশাসক পি এম জনমন প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কাজ নিয়ে বিস্তারিত পর্য্যালোচনা করেন। পর্য্যালোচনায় তিনি বলেন সম্প্রতি বন্যার কারণে এই প্রকল্পের কাজ যথা সময় শুরু করা যায় নি। তাই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কাজ আজ ০৯ ই সেপ্টেম্বর সোমবার থেকে শুরু হয়েছে এবং সেটা বোকাফা আর ডি ব্লক এবং জোলাইবাড়ি আর ডি ব্লক দিয়ে।

পর্য্যায়ক্রমে দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন ব্লকে হবে এবং সেটার দিনক্ষণ ও জানিয়ে দেওয়া হবে। ১০ তারিখ হবে বিসিনগর ব্লকের কাসারি আর এফের রিয়াঙ প পাড়াতে। ওই একইদিনে হবে রাজনগর ব্লকের মনাই রিয়াং পাড়া জে বি স্কুলে। ঋষ্যমুখ ব্লকের উত্তর সোনাইছড়ি কমিউনিটি হলে হবে ১১ ই সেপ্টেম্বর। বি সি নগর ভি সি, রাজাপুর ভি সি,তাকমাছড়া ভি সি,পতিছড়ি ভি সি, সালতাংমনু ভি সি কেন্দ্রগুলোর নতুন করে নাম নথিভুক্ত করন হবে বি সি নগর ভি সি কার্য্যালয়ে। সবগুলোই হবে বকাফা ব্লকের অধীনে।

এছাড়াও এই ব্লকের অধীনে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কাজ হবে ১০ ই সেপ্টেম্বর ওয়েস্ট কাঠলিয়া জি পির মধ্য কাঠালিয়া বাজারে,এবং মধ্য কাঠালিয়া ভি সির নাম নথিভুক্তির কাজ হবে মধ্য কাঠালিয়া বাজারে,কাঠালিয়াছড়া ভিসি ও দেবীপুর ভি সির কাজ হবে যথাক্রমে কাঠালিয়াছড়া ভি সি অফিস ও দেবীপুর কমিউনিটি হলে, ১২ ই সেপ্টেম্বর হবে আর কে গঞ্জ জি পি , বকাফা ভি সি ওঅ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ইস্ট বকাফা জি পি পঞ্চায়েতের বকাফা আশ্রম স্কুলের কমিউনিটি হলে, সাউথ তাকমা ভিসির কার্য্যক্রম হবে সাউথ তকমা ভি সি অফিসে।

১৩ ওই সেপ্টেম্বর লাউগাংসম ভি সির টা হবে লংকাজয় পারা জে বি স্কুলে,ওই একই দিনে বাইখোরা ভি সির টা হবে লক্ষিছড়া তহসিল অফিসে। ২০ সেপ্টেম্বর হবে রূপাইছড়ি ব্লকের নতুন বাজার বাজার সেডে, সবশেষে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল প্রোগ্রাম হবে জোলাই বাড়ি আর ডি ব্লকে তবে তারিখ এখনো নির্ধারণ হয়নি।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের এইসব শিবির গুলিতে আদিবাসী জনজাতির যে সমস্ত সুবিধাভোগীরা প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনা থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় যে সমস্ত প্রকল্পগুলি রয়েছে এবং যেগুলির সুযোগ সুবিধা ওনারা পায়নি সেখানে সব লাইন ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্টের কর্মী থেকে শুরু করে আধিকারিকরা থাকবেন। এই শিবির গুলিতে দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জনজাতী ভুক্ত পরিবারগুলির পক্ষ থেকে মত ৫২৫৫ পরিবারের নাম নথিভুক্ত করা হয়। যার মধ্যে সবচাইতে বেশি সংখ্যায় রয়েছে বকাফা আর ডি ব্লক থেকে।

ডিজির নিকট ডেপুটেশন সারা ভারত গনতান্ত্রিক নারী সমিতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর:রাজ্যে ক্রমবর্ধমান নারীদের সুরক্ষা ক্ষুন্ন হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় আক্রান্ত হচ্ছেন নারীরা, এই অভিযোগ এনে সোমবার ডিজি-র নিকট ডেপুটেশন প্রদান করল সারা ভারত গনতান্ত্রিক নারী সমিতি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির নেত্রীরা। এদিন ডেপুটেশন শেষে নেতৃত্বরা জানিয়েছেন, গোটা রাজ্যব্যাপী নারীদের উপর অপরাধমূলক ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত কিছুদিন আগে রাজধানীর বুকে দুই দুটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নারী নির্যাতন, শ্লীলতাহানি সহ একাধিক ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এদিনের ডেপুটেশন প্রদানের মাধ্যমে দাবি জানানো হয়, অবিলম্বে রাজ্যের নারীদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে, বিভিন্ন বিদ্যালয়, কলেজ কর্ম প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন জায়গায় নারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে, অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা প্রদান সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রাত্রিকালীন টহল বৃদ্ধির দাবী জানানো হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।